আম্বিয়ার দাওয়াত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

دعوة الأنبياء

(لا إله إلا الله)

মূল উর্দু
শায়খ যাফরুল হাসান আল-মাদানী
অনুবাদ
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين....وبعد:

'আম্বিয়ার দাওয়াত ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বইটির মূল প্রণেতা উর্দু লেখক শায়খ মাকসূদুল হাসান ফাইযী সাহেবের ভাই শায়খ যাফরুল হাসান মাদানী সাহেব। উনার সাথে আমার পরিচয় হয় কলকাতার পার্ক সার্কাসের 'পায়ামে নবুওয়াত' প্রোগ্রামে। তিনি কর্মসূত্রে শারজায় থাকেন।

কোনদিন ভাবিনি সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা হবে। গত একটি বছরের বেশি অতিবাহিত হয়ে গেছে ছুটিতে এসে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সঊদী সরকার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট বন্ধ রাখে। বহু দিন পর আমাদের পথ খোলে সেই দেশ হয়ে, যে দেশ তারা নিষিদ্ধ করেনি। তার মধ্যে ইউনাইটেড আরব ইমারাত ছিল অন্যতম। তবে শর্ত ছিল, সেখানে ২ সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। অনেকে আসতে শুরু করল। অনেকে এসে ফেঁসে গেল। আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না এভাবে আসার। ইচ্ছা ছিল ফ্লাইট চালু হলে সরাসরি সঊদিয়া ফিরব। কিন্তু খোলার নামগন্ধ পেলাম না। পরিশেষে নানা চাপে ইমারতের পথ পুনরায় চালু হলে জামাই মহঃ শাকের সালাফীর যোগাযোগে যথা নিয়মে বোম্বাইয়ের এক এজেন্টের মাধ্যমে ভিসা ক'রে ৩/২/২১এ এসে গেলাম দুবাইয়ে। এয়ারপোর্টে নামতেই ম্যাসেজ পেলাম আবারও ইমারতের পথ বন্ধ হয়ে যাবে আগামী কাল থেকে। বিশালভাবে মর্মাহত হলাম। এজেন্ট সহ অনেকেই সান্ত্বনা ও আশা দিলেন যে, ২/১ সপ্তাহের মধ্যে আবার খুলে যাবে। কারণ গতবারের বন্ধের সময় তাই হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের ভাগ্য ছিল না খোলার।

ইতিমধ্যে ইমারাত প্রবাসী কিছু ভাইদের সাথে পরিচয় হল ফেসবুক ও হোয়াটসএ্যাপের মাধ্যমে। যেহেতু আমি এ যাবৎ দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম উভয় প্রচার-মাধ্যমে। অনেকে এসে দেখা করলেন। অনেকে দাওয়াত দিয়ে বাসায় নিয়ে গেলেন। অনেকে বিলাস-বহুল শহর দুবাই-শারজা ঘুরিয়ে দেখালেন আলহামদু লিল্লাহ।

ওদিকে ভিসা ছিল এক মাসের। সঊদিয়ার ফ্লাইট ছিল ১৮/২ তারীখে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উঠল না। দুবাই সরকার নিজে থেকেই আরো এক মাসের ভিসা ৩১/৩ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল। তাতেও ফল হলো না। হোটেলে থাকার মেয়াদ শেষ হল। এজেন্টের প্যাকেজ শেষ। এবার থাকলে নিজের খরচে থাকতে হবে, নচেৎ ইন্ডিয়া ফিরে যেতে হবে। তবুও আশায় আশায় ৫ দিন নিজের খরচে হোটেলে থাকলাম।

বিশাল ব্যয়বহুল দেখে সালাফী ভাইয়েরা বললেন, 'শায়খ! আমাদের কাছে গিয়ে থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না।' কোন গতি না দেখে তাঁদের সাথে চলে এলাম শারজায়। এই আশায় যে, ২/১ সপ্তাহের মধ্যে খুলে যাবে।

এখানে এসে তাঁরা আমাকে একটি বাসা দিলেন, যে যেমন পারলেন প্রয়োজনীয় সকল সামান দিয়ে বাসাকে সাজিয়ে দিলেন। রান্নার জোগাড়ে যা কিছু লাগে সব দিয়ে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সংসার বুঝিয়ে দিলেন। ফাজাযাহুমুল্লাহু খাইরান ফিদ্দুন্য়া ওয়াল আ-খিরাহ। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখে রাখুন।

দিন পার হতে লাগল, ঘোষণা এল ২১শে মে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। মনের আকাশে হতাশার অন্ধকার দেখতে লাগলাম। আমাদের বহু সাথী ফিরে গেল। অনেকে নেপাল হয়ে, অনেকে উমান বা বাহরাইন হয়ে সঊদিয়া পৌঁছে গেল। তবে সে দেশেও তাদেরকে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হয়েছে।

এই একটি আজব কানুন বুঝে এল না। কোরোনা-নেগেটিভ সার্টিফিকেট সাথে থাকা সত্ত্বেও একটা অন্য দেশে থাকতে হবে। আবার সে দেশ নিষিদ্ধ দেশ হলে চলবে না। তার মানে ডবল ক'রে থাকতে হবে কেয়ারিন্টাইনে। নচেৎ দুবাই থেকে অন্য বৈধ দেশের টিকিট নিয়ে বেশ যাওয়া যেত। কিন্তু না। তাদের কানুনে এটা বৈধ নয়। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

আমার ভাইয়েরা বললেন, আবার ফিরে যাবেন? অন্য দেশ হয়ে যেতেও রিস্ক আছে। যদি সেখানে যাওয়ার পর কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় সেখানেও লকডাউন পড়ে যায়? এমনও তো হতে পারে, 'বাবা গোপাল! যাও যদি নেপাল, সঙ্গে যাবে কপাল।' তাছাড়া খরচও আছে ডবল। অতএব ভিসা বাড়িয়ে এ দেশেই থেকে যান। খোলামাত্র আপনারা আরাম-সে পার হয়ে যেতে পারবেন। ২১শে মে-এর আগেও খুলে যেতে পারে। যুক্তি মন্দ নয়।

সুতরাং ভাইয়েরা পরস্পর সহযোগিতা ক'রে আমার ভিসা বাড়িয়ে দিলেন। আমাকে একটি পয়সাও খরচ করতে দিলেন না তাঁরা। মহান আল্লাহ তাঁদের হালাল রুযীতে অনেকানেক বর্কত দিন।

এখানে অবস্থানকালে কয়েকটি জুমআহ প্রবীণ আলেম শায়খ যাফরুল হাসান মাদানী সাহেবের মসজিদে পড়ার সুযোগ হল। তখনই সাক্ষাৎ হল তাঁর সাথে। একটা দাওয়াতী প্রোগ্রামেও তাঁর পাশে বসে পানাহার করলাম। তিনিও আমাকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, এখানকার সালাফী বাঙ্গালী ভাইয়েরাও তাঁর খুতবা শুনতে তাঁর মসজিদে জুমআহ পড়েন এবং তাঁর নিয়মিত দর্সেও বসে দ্বীন শিক্ষা করেন।

তাঁরই এক ছাত্র মসজিদের ইমাম ফুরকান ভাইয়ের বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে শায়খের এই বইটি আমাকে দেখিয়ে বাংলায় অনুবাদ হওয়ার আশা প্রকাশ করেন। আমি সাদরে বইটি গ্রহণ ক'রে তার অনুবাদ করতে সম্মত হয়ে যাই। কাজ শুরুও ক'রে দিই। অতঃপর একদিন শায়খের বাসায় ইফতারীর দাওয়াতে তাঁর কাছে বইটি ছাপার মৌখিক অনুমতি গ্রহণ করি। লিখেছি আল্লাহকে খুশি করার জন্যই। তাঁর পর বইটি ছাপলে সবচেয়ে বেশি খুশি যাঁরা হবেন, তাঁরা হলেন এই প্রবাসে আমার আশ্রয়দাতা পৃষ্ঠপোষক সালাফী ভাইয়েরা। মহান আল্লাহ ইহ-পরকালে সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন।

বইটির বিষয়বস্তু আম্বিয়ার দাওয়াত। আর তা ছিল কালেমাতুত তাওহীদের দাওয়াত। যে দাওয়াত ছিল সকল নবী-রসূলের প্রথম দাওয়াত। কুরআনে যাঁরা নবীদের ইতিহাস পড়েন, তাঁরা অবশ্যই এ কথার প্রমাণ পাবেন। তওহীদই হচ্ছে আসল, তওহীদই হচ্ছে মূল। তওহীদই হল দ্বীনের মূল বুনিয়াদ। যে বুনিয়াদ তৈরি করতে হয় বিশাল অট্টালিকা নির্মাণের সবকিছুর আগে। বুনিয়াদ ছাড়া যেমন বিশাল অট্টালিকা টিকে না, তেমনি তওহীদ ছাড়া দ্বীন টিকে না, কোন আমল-ইবাদতই কবুল হয় না।

আমাদের শেষনবীরও পদ্ধতি ছিল সেটাই, সর্বাগ্রে তওহীদ। তিনি সাহাবাদেরকে দাওয়াতে প্রেরণকালেও একই অসিয়ত করতেন। তিনি মুআয বিন জাবাল ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণের আগে অসিয়তে বলেছিলেন,

((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)).

"নিশ্চয় তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের কাছে যাত্রা করছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার প্রতি আহবান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে নেয়, (তওহীদ জেনে ও মেনে নেয়,) তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবহিত করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের (ধনীদের) উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ

করা হবে এবং তাদের গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এই আদেশটিও পালন করতে সম্মত হয়, তাহলে তুমি (যাকাত আদায়ের সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল-ধন হতে বিরত থাকবে এবং মযলূম (অত্যাচারিত) ব্যক্তির বদ্দুআ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।" *(বুখারী ১৩৯৫, মুসলিম ১৩০নং)*

"সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার প্রতি আহবান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল।"

অন্য বর্ণনায় আছে, "তুমি প্রথম যে বিষয়ের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দেবে--তা হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য।

এক বর্ণনায় আছে, "তুমি প্রথম যে বিষয়ের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দেবে--তা হল, আল্লাহর ইবাদত।"

আরও এক বর্ণনায় আছে, "তুমি প্রথম যে বিষয়ের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দেবে--তা হল, আল্লাহর তওহীদ।"

এ সকল বর্ণনার অর্থ একই কথার দিকে ইঙ্গিত করে, আর তা হল, মানুষকে দাওয়াত দিতে হলে, দেখতে হবে, তার মধ্যে তওহীদ আছে কি না? সে শির্কে লিপ্ত আছে কি না? থাকলে তাকে দাওয়াত দেওয়ার প্রথম বিষয় হবে, তওহীদ। আর তা হল, কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য। কিন্তু যদি সে কলেমা জানে, তাহলে জানতে হবে, সে তার মানে জানে না অথবা মানে না। অথবা সঠিকভাবে বোঝে না।

সুতরাং উলামা ও দাঈর কর্তব্য হল, মহানবী ﷺ-এর মহানির্দেশ পালন করে সর্বপ্রথম এই কলেমার সঠিকার্থ জানা ও মানার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া।

"যদি তারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে নেয়" অর্থাৎ, তওহীদ জেনে, বুঝে ও মেনে নেয়, তাহলে পরবর্তী বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হও। যেমন তওহীদ ও তার কলেমা জানা-বুঝার কথা উক্ত হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, কলেমার গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহর কাছে সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন লেখক-অনুবাদক-পাঠক সকলকেই তওহীদ বোঝা ও মানার তওফীক দান করেন, যাতে সকলেরই আমল সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হয় এবং সকলেই তাঁর জান্নাতে প্রবেশলাভ করতে সক্ষম হয়। আমীন।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

শারজা, ইউনাইটেড আরব ইমারাত

৮ রমযান ১৪৪২

২০ এপ্রিল ২০২১

সূচিপত্র

গ্রন্থকারের ভূমিকা ১
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র অর্থ ৬
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ৭
'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী ১৮
১। ইল্‌ম (জানা) ১৯
** এই শর্তের দলীলসমূহ ২১
২। একীন (প্রত্যয়) ২৬
** এই শর্তের দলীলসমূহ ২৬
৩। সত্যতা ৩১
** এই শর্তের দলীলসমূহ ৩১
৪। ইখলাস (বিশুদ্ধচিত্ততা) ৩৪
** এই শর্তের দলীলসমূহ ৩৪
৫। কবুল (গ্রহণ) ৩৬
** এই শর্তের দলীলসমূহ ৩৯
৬। অনুবর্তী হওয়া ৪২
** এই শর্তের দলীলসমূহ ৪২
** (একটি সতর্কতা) ৪৫
** অর্থ-বিকৃতির একটি উদাহরণ ৪৫
৭। ভালোবাসা ৪৮
** শির্কের আলামত ৫১
** মহব্বতের প্রকারসমূহ ৫২
১। ইলাহী মহব্বত (আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা) ৫২
২। আল্লাহর শরীকি ভালোবাসা ৫২
৩। আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা ৫৫
৪। যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালোবাসেন, সেই জিনিসকে ভালোবাসা ৫৫
৫। প্রকৃতিগত ভালোবাসা ৫৬
অতিরিক্ত একটি শর্ত ঃ তাগূত অস্বীকার করা ৫৭
শেষের কথা ৬০

গ্রন্থকারের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا))

"হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (নিসা ঃ ১)

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ))

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" *(আলে ইমরান) ১০২)*

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)).

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (আহযাব ঃ ৭০-৭১)

أما بعد:

মহান আল্লাহ যখন এ বিশ্ব রচনা করলেন এবং জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি

করলেন, তখন তাঁর একটাই উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হল তাঁর দাসত্ব (ইবাদত) প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেছেন,

[وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ] (الذاريات: ٥٦)

"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (যারিয়াত ঃ ৫৬)

আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি নিজ রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ]

"অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক।" (নাহল ঃ ৩৬)

সুতরাং প্রত্যেক রসূল নিজ নিজ জাতির কাছে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর দাঈ (আহবায়ক) ছিলেন। পরিশেষে সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ প্রেরিত হলেন এবং তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের মতো নিজ জাতিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি দাওয়াত দিলেন। যেহেতু আকীদার মৌলনীতি সকল আম্বিয়ার অভিন্ন। এরই প্রতি ইঙ্গিত ক'রে নবী ﷺ বলেছেন,

(الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ...).

অর্থাৎ, নবীরা বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু দ্বীন অভিন্ন। *(বুখারী ৩৪৪৩, মুসলিম ৬২৮১নং)*

অর্থাৎ, সকল আম্বিয়া কালেমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। তবে তাঁদের শরীয়ত ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আর সকলের দ্বীন ছিল ইসলাম (এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে বলা হতো 'মুসলমান')।

আল্লাহর রসূল ﷺ দ্বীনের তবলীগ এবং উভয় কালেমা (শাহাদাতাইন)এর হক ও দাবী বাতলে দেওয়ার পর এ পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। তাঁর পরবর্তীতে নবীগণের পর এ পৃথিবীর সবার চাইতে সেরা গোষ্ঠী তাঁর সাহাবায়ে কিরাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রচারের জন্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেলেন। আর নবী ﷺ-এর তরবিয়তী প্রভাব সারা পৃথিবীতে ছেয়ে গেল এবং তার সকল এলাকাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উচ্চারণকারী সৃষ্টি হয়ে গেল। আলহামদু লিল্লাহ।

এই জন্য দাওয়াতী সময়কালের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়কাল গণ্য করা হয় দুই খলীফা আবূ বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র সময়কালকে। বিশেষ ক'রে উমার ফারূক ﷺ-এর সময়কালকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। কারণ তাঁর

আমলে ইসলামী দাওয়াত ও ইল্‌মী প্রচার-প্রসার মোটামুটি সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ইসলাম গ্রহণের পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ ও অধিকারসমূহের ব্যাপারে লোকেদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহাবা ও তাবেঈনের উলামাগণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান ছিলেন। ইলমের সাথে সাথে আমলের মান বড় উন্নত ছিল। পরিশেষে মুসলিমদের (তৃতীয়) খলীফা হযরত উষমান বিন আফফান ﷺ-এর খিলাফত কাল থেকে মুসলিমদের মাঝে ফিতনার প্রাদুর্ভাব শুরু হল এবং ইল্‌মী প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতী শক্তি দুর্বল হতে শুরু করল এবং তা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকল। এমনকি এমন এক সময় এসে উপস্থিত হল, যখন অজ্ঞতা উম্মতের মাঝে আধিপত্য লাভ ক'রে বসল। পরিশেষে লোকেরা নিজেদের দ্বীনের সবচেয়ে বুনিয়াদি জিনিস কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অধিকার, শর্তাবলী ও আনুষঙ্গিক জরুরী বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও অন্ধ হয়ে গেল। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সাথে না তার শর্তাবলী পালন করার এবং না-ই তার আনুষঙ্গিক জরুরী বিষয় ও অধিকারসমূহ আদায় করার উপযুক্ত থেকে গেল। আর এর একমাত্র কারণ ছিল তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা।

বর্তমান সময়কালেও মুসলিম উম্মাহর অবস্থা হুবহু তারই সাক্ষ্য বহন করে। আর আল্লাহই সাহায্যস্থল।

এ কথা স্মরণীয় যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণ ক'রে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। বরং তার কিছু শর্ত ও আনুষঙ্গিক জরুরী বিষয় আছে, যা জানা ও মানা ব্যতীত এই কলেমা তার বক্তাকে কখনই কোন উপকার দেবে না। নচেৎ কত শত ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ দিনে কত বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তা তাদের জন্য কোন উপকারী নয়। কেননা, তারা তার পরিপন্থী কর্মকান্ড; যেমন কবরপূজা, গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য ভিক্ষা প্রভৃতি কর্মে জড়িত রয়েছে। আর সম্ভবত যে সকল হাদীসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বক্তাকে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, তারা তার উপর ভরসা ক'রে বসে বলে, 'ভাই! আমরা তো শাহাদাতাইন কলেমা পড়েছি। আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, তার উপর চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নাম হারাম।'

উক্ত হাদীসগুলির মধ্যে যেমন,

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّار)).

"যে কোন বান্দা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ (সত্য) উপাস্য

নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল, তাকে আল্লাহ তাআলা দোযখের জন্য হারাম ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ১৫৭নং)*

অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ)).

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ১৫১, তিরমিযী ২৬৩৮নং)*

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ ক'রে যাই যে, শায়খ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ তাঁর কিতাব 'তাইসীরুল আযীযিল হামীদ'-এ হযরত ইতবান ﷺ-এর মারফূ' হাদীস,

((فإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ الله يَبْتَغِي بذَلِكَ وَجْهَ الله)).

"নিশ্চয় আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম ক'রে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" *(বুখারী ৪২৫, ১১৮৬, মুসলিম ১৫২৮নং)*

হাদীসটি উল্লেখ করার কতক লাইন পরে তিনি লিখেছেন, এই হাদীসগুলির সবচেয়ে সুন্দর অর্থ ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রমুখগণ উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'এ সকল হাদীস তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য, যাদের কলেমায়ে শাহাদত পাঠের পর তারই উপর মৃত্যু হয়েছে এবং তারা এই কলেমা বিশুদ্ধচিত্তে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সন্দেহহীন অন্তর থেকে বলেছে। কেননা, তওহীদের প্রকৃতত্ব এই যে, সর্বতোভাবে আত্মা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেহেতু বিশুদ্ধচিত্ততা হল আল্লাহর দিকে হৃদয়ের আকর্ষণ। এই অর্থে যে, সে পাপরাজি থেকে খাঁটিভাবে তওবা করবে। অতঃপর যখন সে এই অবস্থায় মারা যাবে, তখন সে কলেমার মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হবে। যেহেতু বহুধাসূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে যে, যার হৃদয়ে সরিষার দানা বা ধূলিকণা পরিমাণও ঈমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের ক'রে আনা হবে।'

পুস্তিকার পাঠকদের প্রতি মহান আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন। সর্বদা মনে রাখবেন যে, তিনিই হলেন রব্বানী আলেম, যিনি উম্মতের লোকেদেরকে জরুরী ইল্‌ম সঠিক সময়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাদের প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষার

মান দেখে তাদেরকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধারাবাহিকভাবে তা'লীম দিয়ে থাকেন। তাদেরকে সর্বাগ্রে দ্বীনের সেই জ্ঞানদান ক'রে থাকেন, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জানা আবশ্যক ও জরুরী।

পাঠকের হাতে এই বক্ষমাণ পুস্তিকা আসলে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের সেই ইলমী ধারাবাহিক বয়ান, যা তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রোতাবর্গের প্রয়োজন অনুমান ক'রে বক্তৃতা হিসাবে পরিবেশন করেছিলেন।

দর্সগুলি শেষ করার পর শ্রদ্ধেয় আব্বা (হাফিযাহুল্লাহ) যখন দেখলেন, উম্মতের হৃদয়ে রয়েছে অজ্ঞতা ও মূর্খতা এবং উর্দু লাইব্রেরিগুলিতেও বিশেষ ক'রে কোন দক্ষ আলেমের তেমন পুস্তিকা নেই, তখন তাঁর মনে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হল। তাঁর কথা অনুযায়ী, তিনি যে দর্সগুলি দিয়েছিলেন, তা সম্ভবত উম্মতের অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট নয়; যতক্ষণ না সে সবগুলি সংকলন ক'রে একটি পুস্তিকার রূপ দেওয়া যায়। যাতে উপকারিতা আরো বেশি ও ব্যাপক হতে পারে।

এই দায়িত্ব পালনে আব্বাজান আমার মতো এই অপদার্থকে উপযুক্ত ধারণা ক'রে একদা আমাকে উক্ত দর্সগুলিকে সাজানোর কথা বললেন। যদিও আমি এ পর্যন্ত তালেবে ইল্‌মেরই জীবনে ব্যস্ততায় আছি। আর এই ব্যস্ততার ফলে কাজটিতে দেরি হতেই থাকল। সর্বশেষে আল্লাহ ওয়াদাহু লা শারীকা লাহুর তওফীক ও সাহায্যে কাজটি পরিপূর্ণতা লাভ করল এবং এই পুস্তিকা পাঠকের হাতে এসে উপস্থিত হল।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে দুআ এই যে, এই পুস্তিকা যে উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেন সেই উদ্দেশ্যকে পূরণ করেন। উম্মতের খিদমতের লক্ষ্যে যে কলম চলতে শুরু হয়েছে, তাকে যেন হিদায়াত, সঠিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করেন। আমার জন্য ও আমার আব্বা-আম্মার জন্য সদকায়ে জারিয়াহ হিসাবে কবুল করেন এবং তাঁদেরকে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। রাব্বিরহামহুমা কামা কামা রাব্বায়ানী স্বাগীরা।

ইতি টানার পূর্বে আমি আমার সুহৃদ ভাই সা'দের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পেশ করছি, যিনি পুরো পুস্তিকাটি কম্পোজ করেছেন এবং বারবার তার সংশোধন ও কারেকশন করিয়ে হৃষ্টচিত্তে আল্লাহর তওফীকে পরিপূর্ণতার দরজায় পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আয়েশা যাফরুল হাসান

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ[১]

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ হল, প্রকৃত (সত্য, সত্যিকার, হক) মা’বূদ (উপাস্য) কেবল আল্লাহ তাআলা। তিনি ছাড়া যত মা’বূদ আছে সবগুলি বাতিল ও মিথ্যা।

‘ইলাহ’ মানে মা’বূদ। (উপাস্য, পূজ্য, ইবাদতের যোগ্য) সুতরাং যে ব্যক্তি যার ইবাদত করল, সে (আবেদ) তাকে ‘মা’বূদ’ বানিয়ে নিল।

এই কলেমার দুটি রুক্ন (স্তম্ভ)।

১। লা ইলাহ

২। ইল্লাল্লাহ

প্রথম রুক্ন ঃ ‘লা ইলাহ’, অর্থাৎ কোন মা’বূদ নেই। এই রুক্ন দ্বারা সকল ব্যক্তি ও বস্তুর মা’বুদ হওয়ার কথাকে নাকচ, বাতিল ও অস্বীকার করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় রুক্ন ঃ ‘ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া), অর্থাৎ, প্রকৃত ও সত্যিকার মা’বূদ কেবল আল্লাহ তাআলা। এর দ্বারা কেবল অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতকে (কেবল তাঁরই মা’বূদ হওয়ার কথাকে) সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا]

(البقرة: ٢٥٦)

“সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়।” *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)*

বলা বাহুল্য,

((فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ))

“যে তাগূতকে অস্বীকার করবে” আয়াতের এই অংশের মধ্যে প্রথম রুক্ন বর্ণিত হয়েছে। আর

---

(১) জেনে রাখা ভালো যে, সমাজে এর একাধিক ভুল অর্থ প্রচলিত আছে।যেমন ঃ আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউ খালেক ও মালিক নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ বা মাবুদ নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউ বিধানদাতা বা হুকুমকর্তা নেই।

((وَيُؤْمِنْ بِاللهِ))

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে" এই অংশের মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় রুকনের কথা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাহাত্ম্য

নিঃসন্দেহে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ ও বিশাল কলেমা (বাক্য)। এরই জন্য সারা বিশ্বজগৎ রচিত হয়েছে। সকল নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন। সকল আসমানী কিতাব অবতীণ হয়েছে। মানুষ মু'মিন ও কাফের-এর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এরই জন্য শরীয়ত কায়েম হয়েছে। এরই জন্য মীযান (দাঁড়িপাল্লা) রাখা হয়েছে। এরই জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

আর এ হল সেই সত্য, যার উপর মিল্লত প্রতিষ্ঠিত আছে। এরই সম্পর্কে অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্‌বর্তী সকল জাতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং কোনও বান্দার পদযুগল আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সম্মুখ থেকে নড়বে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে দুটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।

১। তুমি কার ইবাদত করতে?

২। নবীর অনুগামী ছিলে কি না?

অতএব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর সঠিক হবে।

আর (কালেমায়ে শাহাদতের দ্বিতীয় অংশ) 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাস্তবায়ন করতে পারলে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সঠিক হবে।

আল্লাহ আপনার প্রতি ও আমার প্রতি রহম করুন, মনে রাখবেন যে, কালেমায়ে তাওহীদের মাহাত্ম্য কোন সৃষ্টি গণনা ক'রে শেষ করতে পারে না। বলা বাহুল্য, এই কলেমার এত বিশাল সওয়াব এবং দুনিয়া ও আখেরাতের এত এত উপকারিতা আছে যে, যা কোন সৃষ্টির ধারণা ও কল্পনাতেও আসতে পারে না। এর কতিপয় মাহাত্ম্য নিম্নরূপ ঃ-

***এই কলেমা আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)দের দাওয়াত ও রিসালাতের সারবস্তু।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ] (الأنبياء: ٢٥)

"আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর'---এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন রসূল প্রেরণ করিনি।" (আম্বিয়া ঃ ২৫)

[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ] (النحل: ٣٦)

"অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক।" (নাহল ঃ ৩৬)

***এই কলেমা তার পাঠকারী ও তার প্রতি সঠিক বিশ্বাসকারীর জন্য বিশাল বড় নিয়ামত।

সুতরাং মহান আল্লাহ উক্ত নিয়ামতকে 'সূরাতুন নিআম' অর্থাৎ সূরা নাহলের মধ্যে বহু নিয়ামতের কথা উল্লেখের পূর্বেই উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

[يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ] (النحل: ٢)

"তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় নির্দেশে অহী (প্রত্যাদেশ) সহ ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করবার জন্য যে, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় কর।" (নাহল ঃ ২)

অনুরূপ মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً] (لقمان: ٢٠)

"তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।" (লুক্বমান ঃ ২০)

মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর তফসীর কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' করেছেন।

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা নিজ কোন বান্দাকে এর চাইতে বড় কোন নিয়ামত দান করেননি, যেটা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জ্ঞান থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

***এই কলেমাকেই 'কালেমায়ে ত্বাইয়িবাহ' বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

(أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَا بِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (٢٥) سورة إبراهيم

"তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? (কালেমা ত্বাইয়িবাহ) সৎবাক্যের উপমা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব সময়ে ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।" (ইব্রাহীম ঃ ২৪-২৫)

***এই কলেমাই হল 'শাশ্বত বাণী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ] (إبراهيم: ٢٧)

"যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (ইব্রাহীম ঃ ২৭)

***এই কলেমাই হল নিম্নের আয়াতে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا] (مريم: ٨٧)

"যে পরম দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ করবার ক্ষমতা থাকবে না।" (মারয়্যাম ঃ ৮৭)

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন,

العهد: شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله، عز وجل.

'প্রতিশ্রুতি হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেওয়া। আল্লাহর কাছে প্রকাশ করা যে, পাপ বর্জন করা ও পুণ্য সম্পাদন করার শক্তি তাঁর তওফীকেই হয়ে থাকে এবং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যকে কামনা না করা। *(ইবনে কাষীর)*

***এই কলেমাই হল সেই মজবুত হাতল, যার ধারণকারী ব্যক্তি সফল হয়। আর তার বর্জনকারী ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة:٢٥٦)

"সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।" (বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)

তিনি আরো বলেছেন,

[وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ] (لقمان:٢٢)

"যে কেউ স(কর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে আসলে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। আর যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহর অধীনে।" (লুক্বমান ঃ ২২)

***এই কলেমাই হল সেই চিরন্তন বাণী, যা ইব্রাহীম ﷺ তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (٢٨)

"(স্মরণ কর,) যখন ইব্রাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই; সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।' এ ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে তার পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছে; যাতে ওরা (শির্ক থেকে) প্রত্যাবর্তন করে।" (যুখরুফ ঃ ২৬-২৮)

***এই কলেমাই হচ্ছে তাক্বওয়ার বাক্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَ كَانُوا أَ حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا] (الفتح: ٢٦)

"যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা---অজ্ঞতা যুগের অহমিকা পোষণ করেছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করলেন; আর তাদেরকে তাক্বওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।" (ফাত্হ ঃ ২৬)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন,

شهادة أن لا إله إلا الله، وهي رأس كل تقوى.

"(তাক্বওয়ার বাক্য হল,) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেওয়া এবং সেটাই হল তাক্বওয়ার মাথা।" (ত্বাবারী, ইবনে কাষীর)

আবূ ইসহাক সুবাইয়ী আম্র বিন মাইমূন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি বললেন, 'লোকেরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন কথা বলেনি।' তখন সা'দ বিন ইয়ায বললেন, 'হে আবূ আব্দুল্লাহ! আপনার কি জানা আছে, এটা কী? আল্লাহর কসম! এ হল কালেমায়ে তাক্বওয়া। আল্লাহ এরই উপর মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গীদেরকে সুদৃঢ় করেছিলেন এবং তাঁরাই ছিলেন এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। (রাযিয়াল্লাহু আনহুম।)[২]

***এই কলেমার অন্যতম মাহাত্ম্য এই যে, এটাই হল সত্যের আহবান, যার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

[لَهُ دَعْوَةُ الحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى المَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ] (الرعد: ١٤)

"সত্যের আহবান তাঁরই। আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে আহবান করে ওরা তাদেরকে কোনই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে নিজ হস্তদ্বয় পানির দিকে প্রসারিত করে; যাতে তার মুখে পৌঁছে। অথচ তা তাতে

(২) কিতাবুদ্দুআ, ত্বাবারানী ১৬১৫নং

পৌঁছবার নয়। বস্তুতঃ অবিশ্বাসীদের আহবান ব্যর্থতা ছাড়া কিছু নয়।" (রা'দ ঃ ১৪)

***এই কলেমাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম, পুণ্য বা নেকী।

[مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ] (النمل: ٨٩)

"যে কেউ সৎকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন ওরা শঙ্কা হতে নিরাপদ থাকবে।" (নাম্‌ল ঃ ৮৯)

ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, সৎকাজ শব্দের উদ্দেশ্য হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

উক্ত আয়াতের তফসীরে ইকরামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, তা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। যেহেতু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র থেকে উৎকৃষ্ট কিছু নেই।[৩]

আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল বাতলে দিন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' তিনি বললেন,

((إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً عَلَى إِثرِهَا، فَإِنَّها عَشرُ أمثَالِها)).

"যখন তুমি কোন পাপ কাজ ক'রে ফেলবে, তখন পরপর একটি পুণ্য কাজ কর। সেটার সওয়াব দশ গুণ হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি পুণ্য কাজ?' তিনি বললেন, "তা সবচেয়ে বড় পুণ্য কাজ।"[৪]

***এই কলেমাই সর্বোচ্চ গুণ, যা মহান আল্লাহ নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেছেন,[৫]

(وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) (الرُّوم: ٢٧)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গুণ তাঁরই।" (রূম ঃ ২৭)

---

(৩) তাফসীর ত্বাবারী ১৯/৫০৯,

(৪) ত্বাবারী ১২/২৭৯, কালিমাতুল ইখলাস, তাহক্বীক্ব আলবানী ৫৫পৃ)

(৫) মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির এর তফসীরে বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। (ইবনে কাষীর ৬/৩১২, অনুবাদক)

***কলেমার একটি মাহাত্ম্য এই যে, তা (সম্বলিত দুআ) বলা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল। তা পড়লে গোলাম স্বাধীন করার সওয়াব পাওয়া যায়। তা পড়লে শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ)) .

“লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।’

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই দুআটি দিনে একশবার পড়বে, তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী অর্জিত হবে, একশ’টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ’টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে।” *(বুখারী ৬৪০৩, মুসলিম ৭০১৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ؛ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ . كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ منْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)) .

“যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর’ দিনে দশবার পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইসমাঈলের বংশধরের চারজন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে।” (বুখারী ৬৪০৪, মুসলিম ৭০২০নং)

***এই কলেমা (সম্বলিত দুআ) এমন বাক্য, যা আম্বিয়াগণের সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

অর্থাৎ, "শ্রেষ্ঠ দুআ আরাফার দিনের দুআ; আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ যা বলেছেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর'।" *(তিরমিযী ৩৫৮৫নং)*

***এই কলেমার একটি মাহাত্ম্য এই যে, যদি তার পাঠকারী তার শর্তাবলী পালন ক'রে পড়ে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার মীযানের দাঁড়িপাল্লায় তা গোনাহের ৯৯টি রেজিস্টার থেকেও বেশি ওজনদার হবে।

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَخْلِصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي ، عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فينشرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وتسْعِينَ سِجِلاًّ، كُلُّ سِجِلٍّ مَدُّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ ؟ قَالَ : لاَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : أَلَكَ عُذْرٌ ، أَوْ حَسَنَةٌ ؟ فَيُبْهَتُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : لاَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاحِدَةً، لاَظُلْمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ ، فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ ، فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَيَقُولُ : أَحْضِرُوهُ ، فَيَقُولُ : يَارَبِّ ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ ؟ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ . قَالَ : فَتُوضَعُ السِّجِلاتُ فِي كِفَّةٍ ، قَالَ : فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلاَ يَثْقُلُ مع اسْمِ اللهِ شَيْءٌ)).

"(কিয়ামতের দিন) আল্লাহ আমার উম্মতের একটি লোককে বেছে নিয়ে তার সামনে নিরানব্বইটি (আমল-নামা) রেজিস্টার বিছিয়ে দেবেন;

প্রত্যেকটি রেজিস্টার দৃষ্টি বরাবর লম্বা! অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কি লিখিত পাপের কোন কিছু অস্বীকার কর? আমার আমল সংরক্ষক ফিরিশ্তা কি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করেছে?' লোকটি বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, তোমার কি কোন পেশ করার মত ওযর আছে অথবা তোমার কি কোন নেকী আছে?' লোকটি হতবাক হয়ে বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, 'অবশ্যই আমাদের কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আর আজ তোমার প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না।' অতঃপর একটি কার্ড বের করা হবে, যাতে লেখা থাকবে, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।' আল্লাহ মীযান (দাঁড়িপাল্লা) আনতে আদেশ করবেন। লোকটি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! এতগুলি বড় বড় রেজিস্টারের কাছে এই কার্ডটির ওজন আর কী হবে?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না।' অতঃপর রেজিস্টারগুলোকে দাঁড়ির এক পাল্লায় এবং ঐ কার্ডটিকে অন্য পাল্লায় চড়ানো হবে। দেখা যাবে, রেজিস্টারগুলোর ওজন হাল্কা এবং কার্ডটির ওজন ভারী হয়ে গেছে! যেহেতু আল্লাহর নামের চেয়ে অন্য কিছু ভারী নয়।" *(আহমাদ ৬৯৯৪, তিরমিযী ২৬৩৯, ইবনে মাজাহ ৪৩০০নং, হাকেম ১/৪৬)*

***এই কলেমার অন্যতম মাহাত্ম্য এই যে, আকাশ-পৃথিবী অপেক্ষাও তার ওজন বেশি ভারী।

আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَام لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَا ابْنَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قَاصِرٌ عَلَيْكُمَا الْوَصِيَّةَ آمُرُكُمَا بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكُمَا عَنْ اثْنَتَيْنِ أَنْهَاكُمَا عَنْ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى كَانَتْ أَرْجَحَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا..)).

"নূহ ﷺ মৃত্যুর সময় তাঁর দুই ছেলেকে অসিয়ত করে বললেন, --- আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (বলার) আদেশ করছি। যেহেতু যদি সাত আসমান এবং সাত যমীনকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা বেশী

ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহলেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।---" *(আহমাদ ৭১০১, ত্বাবরানী, বাযযার, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৯, সিঃ সহীহাহ ১৩৪নং)*

***অনুরূপ কলেমার একটি মাহাত্ম্য এই যে, এর পাঠকারী ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না। বরং তা সকল পর্দা বিদীর্ণ ক'রে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।

তিরমিযীতে হাসান সনদে আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

((مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ)).

"যখনই কোন বান্দা বিশুদ্ধচিত্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তখনই আসমানের দরজাসমূহ খুলে যায়। পরিশেষে তা আরশ অবধি পৌঁছে যায়; যতক্ষণ সে কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকে।" *(নাসাঈর কুবরা ১০৬৬৯, তিরমিযী ৩৫৯০নং)*

***এই কলেমা পাঠ করলে তা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হয়ে যায়।

একদা নবী ﷺ একজনকে আযানে বলতে শুনলেন, 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' উত্তরে তিনি বললেন, "তুমি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে গেলে।" (মুসলিম ৮৭৩নং)

***এই কলেমা যে পাঠ করবে, তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে।

ইত্বান ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, যা একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মালেক ইবনে দুখ্শুম কোথায়!" একটি লোক বলে উঠল, 'সে তো একজন মুনাফিক; আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না।' নবী ﷺ বললেন,

((لاَ تَقُلْ ذَلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَ جْهَ اللهِ ! وإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)) .

"ও কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে (কলেমা) 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং সে তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়? যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামকে হারাম ক'রে দিয়েছেন।" *(বুখারী ৪২৫, ১১৮৬, মুসলিম ১৫২৮নং)*

***এই কালেমার একটি মাহাত্ম্য এই যে, নবী ﷺ একে ঈমানের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শাখা (কান্ড) পরিগণিত করেছেন।

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ)).

"ঈমান সত্তর বা ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।" *(মুসলিম ১৬২নং)*

***কলেমার একটি মাহাত্ম্য এই যে, এ হল সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ للهِ».

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হল, 'আল-হামদু লিল্লাহ'। (তিরমিযী ৩৩৮৩, ইবনে মাজাহ ৩৮০০নং)

***এই কলেমার সবচেয়ে বড় মাহাত্ম্যসমূহের একটি এই যে, যে ব্যক্তি তা বিশুদ্ধচিত্তে পাঠ করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নবী ﷺ-এর সুপারিশ লাভে ধন্য হবে।

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার শাফাআত-লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?' উত্তরে তিনি বললেন,

((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত-লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান

ব্যক্তি সেই হবে, যে নিজ অন্তর বা মন থেকে বিশুদ্ধভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। *(বুখারী ৯৯নং)*

উক্ত হাদীসসমূহ এ কথার দলীল যে, কলেমা কেবল মুখে পড়ে নিলেই তা যথেষ্ট ও গ্রহণযোগ্য নয়; বরং কিতাব ও সুন্নাহতে তার কিছু শর্তাবলী প্রমাণিত আছে। সুতরাং কলেমা সেই পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যে পর্যন্ত না তার শর্তাবলী পূরণ হয়েছে। আর ইন শাআল্লাহ, এটাই হল আমার এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু।

শায়খ হাফেয আল-হাকামী (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ গ্রন্থ 'সুল্লামুল উসূল'-এ কলেমার সাতটি শর্তকে একটি কবিতা-ছন্দে একত্রিত উল্লেখ করেছেন,

العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول

والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه

অর্থাৎ, ইল্‌ম (অর্থ জানা), একীন (প্রত্যয় রাখা), কবুল (গ্রহণ করা), অনুবর্তী হওয়া, সুতরাং জেনে নাও, যা আমি বলছি।

সত্যতা, বিশুদ্ধচিত্ততা ও ভালোবাসা। আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তাতে তিনি তোমাকে তওফীক দান করুন।

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী

এই কলেমা দুনিয়া ও আখেরাতে তখনই উপকার দেবে, যখন তার পাঠকারী নিজের মধ্যে সাতটি শর্ত পূরণ ক'রে নেবে।

(সলফদের) বিভিন্ন আষারে উক্ত শর্তাবলীর প্রতি ইঙ্গিত এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অসিয়ত রয়েছে। তার মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ)কে বলা হল, কিছু লোক বলে থাকে যে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উত্তরে তিনি বললেন,

من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, অতঃপর তার অধিকার ও ফরয আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ফারাযদাক যখন তাঁর স্ত্রীকে দাফন করছিলেন, তখন হাসান (রাহিমাহুল্লাহ)

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এই দিনের জন্য কী প্রস্তুত রেখেছ?'

ফারাযদাক বললেন, 'সত্তর বছর ধরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য।

হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন,

نعم العدة ، لكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات.

"উত্তম প্রস্তুতি। কিন্তু (লাভবান হওয়ার জন্য) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী আছে। সুতরাং সতী নারীদেরকে কলঙ্ক দেওয়া থেকে দূরে থেকো।"

অনুরূপভাবে ওয়াব বিন মুনাব্বিহকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি জান্নাতের চাবি নয়?' উত্তরে তিনি বললেন,

بلى ، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان ، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك ، وإلا لم يفتح لك .

"অবশ্যই। কিন্তু এমন কোন চাবি নেই, যার দাঁত নেই। সুতরাং দাঁত-ওয়ালা চাবি আনলে তোমার জন্য (জান্নাতের তালা) খোলা যাবে। নচেৎ খোলা যাবে না।"

এ কথা বলে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

উক্ত শর্তাবলীকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উলামাগণ জমা করেছেন। সেই সাতটি শর্ত নিম্নরূপ ঃ-

১। ইল্‌ম (জানা)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাঠকারীকে এর মানে জানতে হবে যে, প্রকৃত উপাস্য হলেন কেবল শরীকবিহীন মহান আল্লাহ, না অন্য কেউ। আর এই জ্ঞান ৪টি জিনিসে শামিল থাকবে ঃ-

(ক) ইলাহ, মাব'বূদ বা উপাস্য কাকে বলে?

(খ) ইবাদত কাকে বলে?

(গ) সকল প্রকার ইবাদত কেবল মহান আল্লাহর জন্যই নিবেদনযোগ্য। সর্ব শ্রেণীর ইবাদতের উপযুক্ত ও অধিকারী কেবল তিনিই।

(ঘ) আল্লাহ ব্যতীত কোন ফিরিশ্‌তা, নবী, অলী, পীর-ফকীর কোন ইবাদতের উপযুক্ত বা অধিকারী নন। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করলে শির্ক করা হয়।

বলা বাহুল্য, যারা কলেমা পড়েছে, কিন্তু তার অর্থ অনুধাবন করেনি অথবা

তার মানে সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেছে, প্রকৃতপক্ষে সে সব লোকই শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন বর্তমান যুগের বহু নামধারী মুসলিমদের অবস্থা, যারা কলেমার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, ইবাদতের অর্থ সম্বন্ধে বেখবর। আর সে জন্যই তারা প্রত্যেক প্রকার শির্কের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কার কাফেরদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত দিলেন, তখন তারা বুঝে গিয়েছিল যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে স্বীকার ক'রে নেওয়ার উদ্দেশ্য কী? তারা বুঝেছিল যে, (এ কলেমা মেনে নিলে) প্রত্যেক প্রকার ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদন করতে হবে। আর আমরা যত মা'বূদ বানিয়ে রেখেছি, তাদের সকলের ইবাদত; নযর-নিয়ায, বিপদে আহবান, সাহায্য ভিক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয় বর্জন করতে হবে। আর এ জন্য তারা বিরোধিতা শুরু ক'রে দিল। যদি আজকের মতো তারা এ কথা বুঝত যে, কলেমা পড়ার পরেও (জীবিত-মৃত) পীর-বুযুর্গদের নামে নযর-নিয়ায করা যায়, তাদেরকে বিপদে আহবান ও তাদের কাছে প্রয়োজন ভিক্ষা করা যায়, তাহলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর না বিরোধিতা করত, আর না-ই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। কিন্তু কলেমা স্বীকার ক'রে নেওয়ার পর তারা এমনটি করতে পারত না। এই জন্যই তো তারা বলেছিল,

[أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَـهًا وَا حِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ] (ص: ٥-٦)

"সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।' ওদের প্রধানেরা এ বলে সরে পড়ল, 'তোমরা চল এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এটি কোন উদ্দেশ্যমূলক।" (স্বাদ ঃ ৫-৬)

অনুরূপ নবী ﷺ যখন নিজ চাচা আবূ তালেবকে তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁকে কলেমা পড়ার আদেশ দিলেন, তখন তাঁর পাশে বসে থাকা আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যাহ তাঁর উদ্দেশ্যে বলেছিল,

أترغب عن ملة عبد المطلب؟

"তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে?"

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান তামীমী নিজ কিতাবে লিখেছেন,

আল্লাহ ধ্বংস করুন সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি অপেক্ষা কলেমায়ে শাহাদতের ব্যাপারে বেশি জ্ঞানী ছিল আবূ জাহল।

আসলে তিনি (কলেমা সম্বন্ধে) উম্মতের অজ্ঞতা দেখে এ কথা বলেছেন।

আজ মুসলিম উম্মাহর একটি বিশাল জনতা এই কলেমার অর্থ, উদ্দেশ্য ও তার দাবী বুঝেনি। না তারা বুঝার চেষ্টা করেছে এবং না তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যার জন্য তারা আকীদা ও তওহীদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। তারা আকীদার ভ্রষ্টতায় এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, আল্লামা হালী নিজ মুসাদ্দাস (ষষ্ঠপদী) কাব্যগ্রন্থে তাদের অবস্থা এইভাবে লিখেছেন,

'অন্য কেউ মূর্তি পূজা করলে সে কাফের
যে আল্লাহর পুত্র আছে বলে, সে কাফের।
রাশির প্রতিক্রিয়াতে বিশ্বাসী কাফের
আগুনকে সিজদাকারী কাফের।
তবে মু'মিনদের জন্য রাস্তা খোলা আছে
যার ইচ্ছা তার ভক্তি ভরে পূজা করতে পারে।
মাযারে গিয়ে দিন-রাত নযর পেশ করে
শহীদবেদিতে গিয়ে দুআ কামনা করে।
তাতে তাদের তওহীদে কোন ঘাটতি আসবে না
না তাদের ইসলাম বিনষ্ট হবে, না ঈমান চলে যাবে!'

** এই শর্তের দলীলসমূহ

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ]

(الزُّخرف: ٨٦)

"আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের অধিকার তাদের নেই। তবে যারা সত্য উপলব্ধি ক'রে ওর (সত্যের) সাক্ষ্য দেয়, তাদের কথা স্বতন্ত্র।" (যুখরুফ ঃ ৮৬)

এখানে সত্যের সাক্ষ্য, মানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য।

২। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ

وَمَثْوَاكُمْ] (محمد : ١٩)

"সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। আর ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান ক্ষেত্র সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।" (মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি শিরোনাম বেঁধেছেন,

باب العلم قبل القول والعمل

অর্থাৎ, কথা ও কাজের পূর্বে শিক্ষা বা জানার গুরুত্ব বিষয়ক পরিচ্ছেদ। আর এর প্রমাণে মহান আল্লাহর উক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন।

৩। উষমান বিন আফ্ফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

"যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই' এ কথা জানা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ১৪৫, আহমাদ ৪৬৪নং)*

৪। উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ)).

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ১৫১নং)*

৫। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَ لَا مَ شْعُوفٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّ جُلُ فَيَ قُولُ مُحَ مَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُ قَالُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الـنَّارِ فَيَنْ ظُرُ إِلَيْ هَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُ نْتَ وَعَلَ يْهِ مُتَّ وَعَلَ يْهِ

تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا فَيُقَالُ لَهُ فِيمَ كُنْتَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)).

"মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করা হলে নেক বান্দাকে তার কবরে বসানো হবে, তার মধ্যে কোন আতঙ্ক থাকবে না এবং কোন অভিশঙ্কা থাকবে না। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তুমি কোন ধর্মে ছিলে?' সে বলবে, 'আমি ইসলামে ছিলাম।' অতঃপর তাকে বলা হবে, 'এই ব্যক্তি কে?' সে বলবে, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাদের মাঝে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণরাজি-সহ আগমন করেছিলেন। আমরা তাঁর সত্যায়ন করেছি।' অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ?' সে বলবে, 'আল্লাহকে দেখা কারো জন্য সঙ্গত নয়।'

সুতরাং জাহান্নামের দিকে একটি জানালা খুলে দেওয়া হবে। সে তা তাকিয়ে দেখবে, তার একাংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তোমাকে যা হতে আল্লাহ বাঁচিয়ে নিয়েছেন, তা তুমি দেখো।'

অতঃপর জান্নাতের দিকে একটি জানালা খুলে দেওয়া হবে। সে তার সৌন্দর্য ও তার মধ্যস্থিত জিনিস তাকিয়ে দেখবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'এটা তোমার থাকার জায়গা।'

তাকে আরো বলা হবে, 'তুমি একীন (প্রত্যয়)এর উপর ছিলে, তারই উপর মৃত্যুবরণ করেছ এবং ইন শাআল্লাহ তারই উপর তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে।'

পক্ষান্তরে বদ লোককে তার কবরে বসানো হবে। সে আতঙ্কিত ও অভিশঙ্কিত অবস্থায় থাকবে। তাকে বলা হবে, 'তুমি কোন ধর্মে ছিলে?' সে বলবে, 'আমি জানি না।' অতঃপর বলা হবে, 'এই ব্যক্তি কে?' সে বলবে, 'লোকেদের যে কথা বলতে শুনতাম, আমি তাই বলতাম।'

সুতরাং জান্নাতের দিকে একটি জানালা খুলে দেওয়া হবে। সে তার সৌন্দর্য ও তার মধ্যস্থিত জিনিস তাকিয়ে দেখবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'আল্লাহ তোমাকে যা হতে বঞ্চিত করেছেন, তা তুমি দেখো।'

অতঃপর জাহান্নামের দিকে একটি জানালা খুলে দেওয়া হবে। সে তা তাকিয়ে দেখবে, তার একাংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'এটা তোমার থাকার জায়গা। তুমি সন্দেহের উপর ছিলে, তারই উপর মৃত্যুবরণ করেছ এবং ইন শাআল্লাহ তারই উপর তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে।' (আহমাদ ২৫০৮৯, ইবনে মাজাহ ৪২৬৮নং)

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে ইল্‌ম ও জ্ঞান লাভের পর দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কলেমায়ে শাহাদতের উপর অবিচল থাকবে, সে কবরে গিয়েও অবিচল থাকবে।

৬। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ ، أَوْ قَالَ : أَحَدُكُمْ ، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ ، يُقَالُ لأَحَدِهِمَا : الْمُنْكَرُ ، وَالآخَرُ النَّكِيرُ ، فَيَقُولاَنِ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : مَا كَانَ يَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولاَنِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : نَمْ ، فَيَقُولُ : أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ ، فَيَقُولاَنِ : نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لاَ يُوقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ))

"মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হলে তার নিকট নীল চক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের দুই ফিরিশ্‌তা আসেন। একজনকে বলা হয় 'মুনকির' এবং অপরকে বলা হয় 'নাকীর'। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই (নবী) ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কী বলতে?' সে বলে, 'উনি যা বলতেন তাই, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।' তাঁরা বলেন, 'আমরা জানতাম যে, তুমি তাই বলবে।' অতঃপর তার কবরকে সত্তর হাত দৈর্ঘ্য ও সত্তর হাত প্রস্থ পরিমাপে প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়। অতঃপর তা আলোকিত করা হয়। অতঃপর তাকে বলা

হয়, 'তুমি ঘুমিয়ে যাও।' সে বলে, 'আমি আমার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে খবর দেব।' তাঁরা বলেন, 'তুমি সেই বাসর রাতের বরের মতো ঘুমিয়ে যাও, যাকে তার পরিবারের প্রিয়তম ছাড়া কেউ জাগাবে না।' পরিশেষে আল্লাহ তাঁকে এই শয়নক্ষেত্র থেকে পুনরুত্থিত করবেন।

পক্ষান্তরে সে মুনাফিক হলে বলে, 'লোকেদেরকে যা বলতে শুনতাম, আমি সেই মতো বলতাম। আমি জানি না।' ফিরিশতাদ্বয় বলেন, 'আমরা জানতাম যে, তুমি তাই বলবে।' সুতরাং মাটিকে বলা হবে, 'এর উপর তুমি মিলিত হয়ে যাও।' অতএব (পাশের) মাটি তার উপর মিলিত হয়ে যাবে। তার ফলে তার পাঁজরের হাড়গুলি খাঁজাখাঁজি হয়ে যাবে। অতঃপর সে তাতে শায়েস্তা হতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ তাঁকে এই শয়নক্ষেত্র থেকে পুনরুত্থিত করবেন।" *(তিরমিযী ১০৭১, সিঃ সহীহাহ ১৩৯১নং)*

উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ খুবই স্পষ্ট যে, ঐ ব্যক্তি দুনিয়াতে লোকেরা যা বলত, সেও তাই বলত। অর্থাৎ, সে না জেনে বিনা ইলমে লোকেদের অন্ধানুকরণ ক'রে কথা বলত; যেমন বর্তমানে আমাদের নিউ জেনারেশনের অবস্থা। এমন ব্যক্তির পরিণাম কত নিকৃষ্ট।

পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি, যে এ ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করেছিল এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকল। তার পরিণাম কত সুন্দর।

২। একীন (প্রত্যয়)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাঠকারী ও স্বীকারকারীর জন্য এই কলেমার অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি পরিপূর্ণ একীন ও দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে যে, সত্য মা'বূদ কেবল শরীকবিহীন মহান আল্লাহ।

এই একীন দুটি বিষয়ের উপর শামিল হতে হবে।

(ক) সকল প্রকার ইবাদতের যোগ্য কেবল মহান আল্লাহ।

(খ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই কোন প্রকার ইবাদতের উপযুক্ত নয়। অর্থাৎ, গায়রুল্লাহ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, এই কথার প্রতি পরিপূর্ণ প্রত্যয় থাকতে হবে। যদি তাতে ধূলিকণা পরিমাণও কারো দ্বিধা, সন্দেহ ও সংশয় থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি 'মু'মিন' হতে পারবে না। আর এই কলেমা তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

** এই শর্তের দলীলসমূহ

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ] (الحجرات: ١٥)

"মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।" (হুজুরাত ঃ ১৫)

২। মুনাফিকরা কলেমা বলার পরেও সন্দেহ ও সংশয়ের শিকার ছিল। মহান আল্লাহ তাদের খন্ডন ও নিন্দা ক'রে বলেছেন,

[إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ] (التوبة: ٤٥)

"অবশ্য ঐসব লোক তোমার কাছে অনুমতি চেয়ে থাকে, যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহগ্রস্ত। অতএব তারা নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে।" (তাওবাহ ঃ ৪৫)

মুনাফিকরা মুখে কলেমা স্বীকার তো করে নিতো, কিন্তু অন্তরে তার একীন রাখত না। এই কারণে তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেছেন,

الصَّبْرُ نِصْفُ الإيمَان، وَالْيَقِينُ الإيمَانُ كُلُّه.

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলতা অর্ধেক ঈমান। আর একীন হল পুরোটাই ঈমান।

৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ অথবা আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,

لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَواضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((افْعَلُوا)) فَجاء عُمَرُ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ ، وَلَكِن ادعُهُمْ بفَضلِ أزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ ادعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بالبَرَكَةِ ، لَعَلَّ اللهَ أنْ يَجْعَلَ في ذلِكَ البَرَكَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَعَمْ)) فَدَعَا بنَطْعٍ فَبَسَطَهُ ، ثُمَّ دَعَا بفضلِ أزْوَادِهِمْ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بكَفِّ ذُرَةٍ وَيَجِيءُ بكَفِّ تَمرٍ وَيَجِيءُ الآخرُ بكِسرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطعِ مِنْ ذلِكَ شَيءٌ يَسيرٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بالبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ : ((خُذُوا في أوعِيَتِكُمْ)) فَأَخَذُوا في أوْعِيَتِهِم حَتَّى مَا تَرَكُوا في العَسْكَرِ وِعَاءً إلاَّ مَلأُوهُ وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، لا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّةِ)).

তাবুকের যুদ্ধের সময় সাহাবীগণ অতিশয় খাদ্য-সংকটে পড়লেন। সুতরাং তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের সেচক উট জবাই করে তার গোশ্ত ভক্ষণ এবং চর্বি ব্যবহার করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ঠিক আছে) তোমরা কর। (এ সংবাদ শুনে) উমার ﷺ এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি (এমন) করেন, তাহলে সওয়ারী কমে যাবে। বরং আপনি (এই করুন যে,) তাদেরকে নিজেদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আনতে বলুন এবং তাদের জন্য তাতে আল্লাহর কাছে বর্কতের দুআ করুন। সম্ভবত আল্লাহ তাতে বরকত দেবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, (তাই-ই করি।)" সুতরাং তিনি চামড়ার একখানি দস্তরখান আনিয়ে নিয়ে তা বিছালেন। অতঃপর তিনি তাঁদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য জমা করার নির্দেশ দিলেন। ফলে কেউ তো এক খাবল ভুট্টা আনলেন, কেউ তো এক খাবল খুরমা এবং কেউ তো রুটির একটি টুকরাও আনলেন। পরিশেষে

কিছু পরিমাণ খাদ্য জমা হয়ে গেল। তারপর রসূল ﷺ বর্কতের দুআ করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমরা আপন আপন পাত্রে নিয়ে নাও।" সুতরাং তাঁরা স্ব-স্ব পাত্রে নিতে আরম্ভ করলেন। এমনকি সৈন্যের মধ্যে কোন পাত্র শূন্য রইল না। তাঁরা সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং কিছু বেঁচেও গেল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যে কোন বান্দা সন্দেহমুক্ত হয়ে এ দু'টি (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে যে জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হবে---তা হতেই পারে না (বরং সে বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে)।" *(মুসলিম ১৪৮-নং)*

৪। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَمَعَنَا أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا في نَفَرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أظْهُرِنَا فَأبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَخَشِينَا أنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ أبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، حَتَّى أتَيْتُ حَائِطاً لِلأَنصَارِ لِبَني النَّجَارِ ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أجِدُ لَهُ بَاباً ؟ فَلَمْ أجِدْ ! فَإذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ ـ وَالرَّبِيعُ : الجَدْوَلُ الصَّغِيرُ ـ فَاحْتَفَرْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((أَبُو هُرَيْرَةَ ؟)) فَقُلتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : ((مَا شأنُكَ ؟)) قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأبْطَأتَ عَلَيْنَا ، فَخَشِينَا أنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزِعْنَا ، فَكُنْتُ أوّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَأتَيْتُ هَذَا الحَائِطَ ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ ، وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي . فَقَالَ : ((يَا أَبَا هُرَيرَةَ)) وَأعْطَانِي نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : ((اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِّرْهُ بالجنَّةِ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلاَنِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بَعَثَنِى بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَخَرَرْتُ لاِسْتِى فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه و سلم–

فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبَنِى عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِى فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ». قُلْتُ لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى بَعَثْتَنِى بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاِسْتِى قَالَ ارْجِعْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– « يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِىَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ. قَالَ « نَعَمْ ». قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « فَخَلِّهِمْ ».

আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চারিপাশে বসে ছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তথা অন্যান্য সাহাবীগণও ছিলেন। ইত্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝ থেকে উঠে (বাইরে) চলে গেলেন। যখন তিনি ফিরে আসতে দেরি ক'রে দিলেন, তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং উঠে পড়লাম। তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি আনসারদের বনূ নাজ্জারের একটি বাগানে পৌঁছে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন (প্রবেশ) দরজা পাই। কিন্তু তার কোন (প্রবেশ) দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা ঐ বাগানের ভিতরে চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। (দেখলাম,) আল্লাহর রসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত। তিনি বলে উঠলেন, "আবূ হুরাইরা?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "কী ব্যাপার তোমার?" আমি বললাম, 'আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো আপনি (শত্রু) কবলিত হয়ে পড়বেন। যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম। সর্বপ্রথম আমিই বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে।' তিনি আমাকে সম্বোধন ক'রে তাঁর জুতা জোড়া দিয়ে বললেন, "আবূ

হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সাক্ষ্যদাতা যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।"

সুতরাং সর্বপ্রথম আমি যাঁর সাক্ষাৎ পেলাম, তিনি ছিলেন উমার। তিনি বললেন, 'এ দুটি কী হে আবূ হুরাইরা?' আমি বললাম, 'এ দুটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতা। তিনি আমাকে এ দু'টি দিয়ে প্রেরণ করলেন এই মর্মে যে, আমি যে ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করব এবং সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সাক্ষ্য দেবে, আমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেব।'

এ কথা শুনে উমার নিজ হাত দিয়ে আমার দুই স্তনের মাঝে আঘাত করলেন। আমি পাছার ভরে মাটিতে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আবূ হুরাইরা! তুমি ফিরে যাও।' সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে গেলাম। আমি কাঁদো-কাঁদো অবস্থায় ছিলাম। উমার আমার পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আবূ হুরাইরা! তোমার কী হয়েছে?" আমি বললাম, 'উমারের সাথে সাক্ষাৎ হল, আমি তাকে তাই বললাম, যা বলতে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। উনি আমার দুই স্তনের মধ্যখানে এমন আঘাত করলেন যে, আমি আমার পাছার ভরে পড়ে গেলাম। আর বললেন, তুমি ফিরে যাও।' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "হে উমার! তুমি যা করেছ, তাতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল।" উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি কি আপনার জুতা-জোড়া দিয়ে আবূ হুরাইরাকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে, সে যার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সাক্ষ্য দিলে ও তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

উমার বললেন, 'এটা আপনি করবেন না। কারণ আমি ভয় করি যে, লোকেরা এর উপর ভরসা ক'রে বসবে। অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা আমল করুক।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আচ্ছা! তাই ছেড়ে দাও।" *(মুসলিম ১৫৬নং)*

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, কলেমা পাঠকারীর জন্য এই কলেমার অর্থ ও দাবীর প্রতি একীন থাকা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ কলেমা মুখে স্বীকার করে এবং তার হৃদয়ে সন্দেহ থাকে, সে ব্যক্তির ভিতরে মুনাফিকী আছে।

৩। সত্যতা

মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সাথে সাথে জরুরী এই যে, এই স্বীকার যেন কেবল মৌখিক না হয়। বরং এ স্বীকার যেন সত্য হৃদয়-মন থেকে হয় যে, সত্য মা'বূদ কেবল মহান আল্লাহ। সকল প্রকার ইবাদতের অধিকারী কেবল তিনিই। তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা শির্ক। এ বিশ্বজগতের কেউই ইবাদতের উপযুক্ত নয়। অর্থাৎ, মুখ ও হৃদয় উভয়ই যেন এ কথার সত্যায়ন করে।

এই জন্য কোন ব্যক্তি যদি, মুখে (মিছামিছি) স্বীকার করে, কিন্তু হৃদয়ে তার সত্যায়ন না থাকে, তাহলে সে মু'মিন হতে পারে না। বরং সে মুনাফিক হয়।

বলা বাহুল্য, মুনাফিকরা যখন মৌখিক ঈমানের দাবী করল, তখন (অন্তর্যামী) মহান আল্লাহ তার খন্ডন করলেন। তিনি বলেছেন,

(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (٢) سورة المنافقين

"যখন মুনাফিক (কপট)রা তোমার নিকট আসে, তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিরত রাখে। তারা যা করছে তা কত মন্দ!" (মুনাফিক্বুন ঃ ১-২)

অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন,

(وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) (٨) سورة البقرة

"মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী', কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়।" (বাক্বারাহ ঃ ৮)

** এই শর্তের দলীলসমূহ

১। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا

رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : ((يَا مُعَاذُ)) قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ ، ثَلاثاً ، قَالَ : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إلهَ إلاَّ الله ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إلاَّ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّار)). قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاس فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : ((إِذاً يَتَّكِلُوا)). فأخبر بِهَا مُعاذٌ عِنْدَ موتِه تَأَثُّماً .

একদা মুআয যখন নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ারীর উপর বসে ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, "হে মুআয!" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' তিনি (পুনরায়) বললেন, "হে মুআয!" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' তিনি (আবার) বললেন, "হে মুআয!" (মুআযও) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' রসূল ﷺ এ কথা তিনবার বললেন। (এরপর) তিনি বললেন, "যে কোন বান্দা সত্য মনে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল, তাকে আল্লাহ তাআলা দোযখের জন্য হারাম ক'রে দেবেন।"

মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকেদেরকে এই খবর বলে দেব না? যেন তারা (শুনে) আনন্দিত হয়।' তিনি বললেন, "তাহলে তো তারা (এরই উপর) ভরসা ক'রে নেবে (এবং আমল ত্যাগ করে বসবে)।" অতঃপর মুআয (ইল্‌ম গোপন রাখার) পাপ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর মৃত্যুর সময় (এ হাদীসটি) জানিয়ে দিয়েছিলেন। *(বুখারী ১২৮, মুসলিম ১৫৭নং)*

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তাআলা এই শর্তারোপ করেছেন যে, তিনি সেই ব্যক্তিকেই জাহান্নাম থেকে নিস্তার দেবেন, যার ভিতরে (কলেমা পাঠে) সত্যতা পাওয়া যাবে এবং তার হৃদয় জিহ্বার অনুগামী হবে।

২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي نَفَرٌ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ: ((أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ))، فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُبَشِّرُ النَّاسَ فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَرَجَعَ بِنَا إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের কিছু লোক ছিল। তিনি বললেন, "তোমরা সুসংবাদ নাও ও তোমাদের পশ্চাতের লোকেদেরকে সুসংবাদ দাও যে, যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অতঃপর আমরা লোকেদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর নিকট থেকে বের হয়ে এলাম। আমাদের সাথে (পথে) উমার বিন খাত্ত্বাবের সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন। উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো লোকেরা ভরসা ক'রে বসবে।'

আবূ মূসা বলেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। (আহমাদ ১৯৫৯৭নং)

৩। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ يَسأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَمْسُ صَلَواتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)) قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ: ((لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ)) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ)) قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : ((لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ)) قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : ((لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ)) فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)).

নাজ্‌দ (রিয়ায এলাকার) অধিবাসীদের একজন আলুলায়িত কেশী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। আমরা তার ভন্‌ভন্‌ শব্দ শুনছিলাম, আর তার কথাও বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং (তখন বুঝলাম,) সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "(ইসলাম হল,) দিবা-রাত্রিতে পাঁচ অক্তের নামায (প্রতিষ্ঠা করা)।" সে বলল, 'তা ছাড়া আমার উপর অন্য নামায আছে কি?' তিনি বললেন, "না,

কিন্তু যা কিছু তুমি নফল হিসাবে পড়বে।” রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, “এবং রমযান মাসের রোযা।” লোকটি বলল, ‘তা ছাড়া আমার উপর অন্য রোযা আছে কি?’ তিনি বললেন, “না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।” বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, ‘তাছাড়া আমার উপর অন্য দান আছে কি?’ তিনি বললেন, “না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।” তারপর লোকটি পিঠ ফিরিয়ে এ কথা বলতে বলতে যেতে লাগল, ‘আল্লাহর কসম! আমি এর চাইতে বেশী কিছু করব না এবং এর চেয়ে কমও করব না।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “লোকটি সত্য বলে থাকলে পরিত্রাণ পেয়ে গেল।” *(বুখারী ৪৬, ২৬৭৮, মুসলিম ১০৯নং)*

৪। ইখলাস (বিশুদ্ধচিত্ততা)

কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার সাথে কর্মগত ও বিশ্বাসগত দিক থেকে নিজ সকল প্রকার ইবাদতকে কেবল শরীকবিহীন আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করতে হবে। কোন প্রকার ইবাদত গায়রুল্লাহর জন্য করা যাবে না। চাহে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) হন অথবা ফিরিশ্‌তা, জিন হোক অথবা ইনসান, আওলিয়া হন বা কুতুব, কারো ইবাদত করা যাবে না।

** এই শর্তের দলীলসমূহ

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

(إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (٢) أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَيَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣) سورة الزمر

নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এ গ্রন্থ যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং তুমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর উপাসনা কর। জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, ‘আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।’ ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে

মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী। (যুমার ঃ ২-৩)

২। তিনি আরো বলেছেন,

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (١١) وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (١٢) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣) قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (١٤) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (١٥) سورة الزمر

"বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর ইবাদত (দাসত্ব) করতে এবং আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অগ্রণী হই।' বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তাহলে আমি অবশ্যই ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।' বল, 'আমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) করি। অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত (দাসত্ব) কর।' বল, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (যুমার ঃ ১১-১৫)

৩। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَالُوا أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ (يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ).

(মহান আল্লাহর বাণী)

(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই স(পথপ্রাপ্ত। (আন্আম ঃ ৮২)

'এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হল, তখন মুসলিমদের নিকট বিষয়টি কঠিন

মনে হল। বলল, 'আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম (অন্যায় বা পাপ) করে না?' তা শুনে রসূল ﷺ বললেন, (তোমরা যে যুল্‌ম মনে করছ) তা নয়। বরং তা (সবচেয়ে বড় যুল্‌ম) কেবলমাত্র শির্ক। তোমরা কি পুত্রকে সম্বোধন করে লুকমানের উক্তি শ্রবণ করনি? (তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন),

(يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ)

অর্থাৎ, হে ব(স্য! আল্লাহর সাথে শির্ক করো না, নিশ্চয় শির্ক বড় যুল্‌ম। *(বুখারী ৬৯৩৭, মুসলিম ৩৪২নং)*

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, মু'মিনের মধ্যে ইখলাস (বিশুদ্ধতা, একনিষ্ঠতা) আবশ্যক। নচেৎ তার পরিপন্থী (শির্ক) থাকলে কলেমা কোন উপকার দেবে না।

৪। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার শাফাআত-লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?' উত্তরে তিনি বললেন,

((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত-লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই হবে, যে নিজ অন্তর বা মন থেকে বিশুদ্ধভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। *(বুখারী ৯৯নং)*

উক্ত হাদীস 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র এই শর্তকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছে। বলা হয়েছে যে, নবী ﷺ-এর সুপারিশ কেবল তওহীদবাদীর জন্য হবে। আর তওহীদবাদী সে পর্যন্ত 'তওহীদ' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থকে পরিপূর্ণ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে তার হৃদয়ে ইখলাস ও ভেজালহীনতা স্থান পেয়েছে। বিশুদ্ধ মনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাঠকারীই সুপারিশ লাভে ধন্য হবে।

৫। কবুল (গ্রহণ)

কলেমা পাঠকারী এই কলেমার অর্থ ও উদ্দেশ্যকে এমনভাবে কবুল ও গ্রহণ করবে, যাতে অস্বীকার, অগ্রাহ্য বা রদ্দ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকে।

সুতরাং যখন তাকে খাঁটি তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হবে, গায়রুল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর সাথে শির্ক করতে বারণ করা হবে, তখন সে যেন সেই দাওয়াত কবুল করে নেয় এবং হককে মেনে নেয়। কেননা বহু মানুষ এমন আছে, যারা হক সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস ও ধারণাও জন্মে, কিন্তু কখনো হিংসা, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব, অহংকার বা ঔদ্ধত্যের কারণে হক গ্রহণ করে না। আর যখন তাদের সামনে সত্য এসে উপস্থিত হয়, তখন তা অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান ক'রে বসে।

আহলে কিতাবদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ فَاعْفُوا وَا صْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] (البقرة: ١٠٩)

"হিংসামূলক মনোভাববশতঃ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও, গ্রন্থধারীদের মধ্যে অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, বিশ্বাসের পর (মুসলিম হওয়ার পর) আবার তোমাদেরকে যদি অবিশ্বাসী (কাফের)রূপে ফিরিয়ে দিতে পারত। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (বাক্বারাহ ঃ ১০৯)

এই আয়াতে দেখুন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

[حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الحَقُّ]

"হিংসামূলক মনোভাববশতঃ তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হবার পরও---।"

আরো এক জায়গায় আহলে কিতাবদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

[الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ا لحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ] (البقرة: ١٤٦)

"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে (মুহাম্মাদকে) তেমনই চেনে, যেমন তাদের পুত্রগণকে চেনে; কিন্তু তাদের একদল জেনেশুনে সত্য গোপন ক'রে থাকে।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৬)

ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ

وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ (١٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (١٤) سورة النمل

"আর (হে মূসা!) তুমি তোমার হাত নিজ জামার বুকের উন্মুক্ত অংশে প্রবেশ করাও। তা ত্রুটিমুক্ত উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এ হবে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।' অতঃপর যখন ওদের নিকট আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এল, তখন ওরা বলল, 'এ সুস্পষ্ট যাদু।' ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও ওদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল? (নাম্‌ল ঃ ১২-১৪)

ভেবে দেখুন, মহান আল্লাহ ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলেছেন, মূসা (عليه السلام)র আনীত মু'জিযা ও পেশকৃত প্রমাণাদি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ একীন হয়েছিল তাদের। কিন্তু তারা অহংকার ও ঔদ্ধত্যের কারণে সে সব অগ্রাহ্য করেছিল!

মক্কার কাফেরদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

[قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ] (الأنعام: ٣٣)

"আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে, তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়। আসলে তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং অত্যাচারিগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।" (আন্‌আম ঃ ৩৩)

আরো এক জায়গায় তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

(إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ) (٣٦) سورة الصافات

"ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহঙ্কারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?" (স্বাফ্‌ফাত ঃ ৩৫-৩৬)

উক্ত দুই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্পষ্ট করেছেন যে, মক্কার

কাফেরদল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে তো গিয়েছিল, কিন্তু তারা শুধুমাত্র অহংকার ও ঔদ্ধত্যের ফলে, নিজেদের বাপদাদাদের ধর্মের প্রতি ভালোবাসা ও অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ফলে রসূল ﷺ-এর হকের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান ক'রে বসল।

এই জন্য মুসলিম হওয়ার অন্যতম শর্ত এই যে, কলেমা পড়ার সাথে সাথে তার অর্থ, উদ্দেশ্য ও দাবীকেও মেনে নিতে হবে।

** এই শর্তের দলীলসমূহ

১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন,

لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُول الله ﷺ : (للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) الآية[البقرة : ٢٨٣] اشْتَدَّ ذلِكَ عَلَى أصْحَابِ رَسُول الله ﷺ ، فَأتوا رَسُولَ الله ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ ، فَقَالُوا : أيْ رسولَ الله ، كُلِّفْنَا مِنَ الأعمَالِ مَا نُطِيقُ : الصَّلاةَ والجِهَادَ والصِّيامَ والصَّدَقَةَ ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هذِهِ الآيَةُ وَلا نُطيقُها .قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((أتُرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكتَابَينِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ)) فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا القومُ ، وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسنَتُهُمْ أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى في إثرِهَا : (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) [البقرة : ٢٨٥] فَلَمَّا فَعَلُوا ذلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى ، فَأنزَلَ الله – عز وجل – : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة : ٢٨٦] قَالَ : نَعَمْ (رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ : نَعَمْ (رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه) قَالَ : نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) قَالَ : نَعَمْ .

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল, অর্থাৎ, "আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সবই আল্লাহর

মালিকানাধীন। যদি তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৪ আয়াত)* তখন এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য প্রচন্ড ভারী মনে হল। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং তাঁরা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা (এমন) অনেক কাজের আদিষ্ট হয়েছি, যা (সম্পাদন) করা আমাদের ক্ষমতাধীন; (যেমন) নামায, জিহাদ, রোযা ও সাদকাহ। আর এই আয়াতটি যে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্লে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)দের মত বলতে চাও যে, 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম?' বরং তোমরা বল, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।' সুতরাং যখন লোকেরা আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি সহজে পঠিত হতে থাকল, তখন আল্লাহ তাআলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, "রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) 'আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।" *(সূরা বাক্বারা ২৮৫ আয়াত)* যখন তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে আল্লাহ মনসূখ (রহিত) ক'রে দিলেন। অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন, "আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।' আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ!" 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।' আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ!" 'হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।' আল্লাহ

বললেন, "হ্যাঁ!" 'আর তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।' আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ!" *(মুসলিম ৩৪৪নং)*

২। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন,

যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

(وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ)

"বস্তুত) তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন।"

তখন এর ব্যাপারে এমন ভয় তাঁদের মনে প্রবিষ্ট হল, যেমন ভয় অন্য কোন ব্যাপারে প্রবিষ্ট হয়নি। কিন্তু নবী ﷺ বললেন,

« قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا ».

"তোমরা বলো, আমরা শুনলাম, মান্য করলাম ও মেনে নিলাম।"

সুতরাং আল্লাহ তাঁদের হৃদয়ে ঈমান প্রক্ষিপ্ত করলেন। অতঃপর অবতীর্ণ করলেন,

(لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)

"আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।"

আল্লাহ বললেন, 'আমি কবুল করলাম।'

(رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।"

আল্লাহ বললেন, 'আমি কবুল করলাম।'

(وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا)

"আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের

অভিভাবক।”

আল্লাহ বললেন, ‘আমি কবুল করলাম।’ *(সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৮৬, মুসলিম ৩৪৫নং)*

উক্ত হাদীসগুলি থেকে স্পষ্ট হল যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ ও দাবীসমূহকে কবুলের স্তরে পৌঁছাতে হবে। অর্থাৎ, কবুল করা ও মেনে নেওয়া তার অন্যতম শর্ত। কারণ মানুষকে এ ছাড়া তার এই কলেমা কোন উপকার দেবে না।

৬। অনুবর্তী হওয়া

কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র দাবী ও অধিকারসমূহের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের রশি নিজের গলায় পরে নেওয়া একটি জরুরী বিষয়। বান্দা যখন কলেমা পড়ে মহান আল্লাহকে নিজের সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, পালনকর্তা এবং সকল প্রকার ইবাদতের যোগ্য হিসাবে মেনে নেয়, তখন তার জন্য জরুরী এই যে, সে এই কলেমার সকল দাবী পূরণ ও নির্দেশ পালন করবে। আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক ফরয ও আদেশের সামনে নিজের মস্তককে সন্তুষ্টচিত্তে ও সাগ্রহে অবনত করবে। বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তি যদি কলেমা পড়ে, কিন্তু মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কাছে নিজ মস্তকাবনত না করে, তাহলে তা হবে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা। আর তা হল নেহাতই নিকৃষ্ট আচরণ এবং ঈমান-বিরোধী কর্ম।

** এই শর্তের দলীলসমূহ

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ ا لذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَ سْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُونَ (٥٤) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَاتَشْعُرُونَ) (٥٥) سورة الزمر

“ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক’রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম

দয়ালু।

তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি এসে পড়লে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর।" (যুমার ঃ ৫৩-৫৫)

২। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, মুশরিকদের কিছু লোক অনেকানেক হত্যা করেছিল, অনেকানেক ব্যভিচার করেছিল। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আপনি যা বলছেন ও যার প্রতি আহবান করছেন, তা অবশ্যই সুন্দর। যদি আপনি আমাদেরকে জানান, আমরা যে সব কুকর্ম করেছি, তার কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) আছে।' তখন অবতীর্ণ হল,

(وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (٦٩) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَاباً (٧١) وَالَّذِينَ لَايَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً (٧٤) أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلاماً (٧٥) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (٧٦) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً) (٧٧) سورة الفرقان

"যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এগুলি করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে।

কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে।

তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

যে ব্যক্তি তওবা করে ও স(কাজ করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ অভিমুখী হয়।

এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না।

এবং যারা (প্রার্থনা ক'রে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।'

তাদেরকে ধৈর্যাবলম্বনের প্রতিদান স্বরূপ (বেহেশ্তের) কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে তা কত উ(কৃষ্ট!

বল, 'তোমাদের দুআ (আহবান) না থাকলে আমার প্রতিপালক তোমাদের কোন পরোয়াই করতেন না। তোমরা (দ্বীনকে) মিথ্যাজ্ঞান করেছ, ফলে অনিবার্য (শাস্তি) নেমে আসবে।" (ফুরক্বান ঃ ৬৮-৭৭)

আর অবতীর্ণ হল,

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُونَ (٥٤) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَاتَشْعُرُونَ) (٥٥) سورة الزمر

"ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি এসে পড়লে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে

তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর।" (যুমার ঃ ৫৩-৫৫)

** (একটি সতর্কতা)

নবী ﷺ বলেছেন, (আল্লাহ বলেছেন,)

((يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ)).

"হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ ক'রে থাক, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেব।" (মুসলিম ৬৭৩৭নং)

** অর্থ-বিকৃতির একটি উদাহরণ

"ঘোষণা করে দাও, হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ---।"

কিছু লোকে উক্ত আয়াতের বহুতই আজীব অর্থ করেছে। তারা বলেছে, আল্লাহ তাআলা নিজ নবীকে বলছেন, তুমি লোকেদেরকে বল, "হে আমার বান্দারা!" অর্থাৎ, বান্দা আল্লাহর নয়, বরং রসূল ﷺ-এর বান্দা!

এই অর্থ আসলে শুধু অপব্যাখ্যাই নয়, বরং নিকৃষ্ট শ্রেণীর অর্থবিকৃতি। কারণ এই অপব্যাখ্যা কুরআনের সকল শিক্ষার পরিপন্থী। পরন্তু এর ফলে রসূল ﷺ-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না, বরং তাঁর প্রতি বিরাট একটি অপবাদ।

নবী ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন সকল বান্দাকে সকল মা'বূদের বন্দেগি থেকে মুক্ত ক'রে একমাত্র আল্লাহর খাঁটি বান্দা তৈরি করবেন। এ নয় যে, তিনি তাদেরকে নিজেরই বান্দা বানাতে শুরু ক'রে দেবেন।

(মহান আল্লাহ বলেছেন,

(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) (آل عمران : ٧٩)

"কোন মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও

নবুঅত দান করেন, তারপর সে লোকদেরকে বলে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও।' বরং সে বলে, 'তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত) হও'; যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।" (আলে ইমরান ঃ ৭৯)

নবী ﷺ নিজেও আল্লাহর বান্দা ছিলেন। তিনি বলেছেন,

((لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)).

"তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস (বান্দা) মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী ৩৪৪৫, মিশকাত ৪৮৯৭নং)*[৬]

তাঁর এই দাসত্ব স্বীকার করার ফলেই কোন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। এই দাসত্বের স্বীকারোক্তি আমরা প্রত্যেক নামাযে (তাশাহহুদে) কয়েকবার করে থাকি।

এই অপব্যাখ্যা দেখে-শুনে আপনা-আপনি কবি ইকবালের এই কবিতা স্মরণে আসে,

'আমার তরফ থেকে সূফী ও মোল্লাকে সালাম হোক।

যাঁরা আমাদেরকে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

কিন্তু তাদের অপব্যাখ্য আল্লাহ, জিবরাঈল এবং রসূল (ﷺ) কে হতবাক করে দিয়েছে (যে, আমরা কী বলেছি, আর ওরা তার কী ব্যাখ্যা করছে)!'

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর ক্ষমালাভের দুটি শর্ত আছে ঃ-

(ক) তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, অর্থাৎ (সঠিকার্থে) মুসলিম হয়ে যাও।

(খ) তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য কর। অর্থাৎ আগামীতে এমন গোনাহ থেকে দূরে থাকলে তোমাদের অতীতের গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে। এ হল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার ব্যাপক ঘোষণা। তাই তড়িঘড়ি তাঁর এই ঘোষণা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা কর।

উক্ত সম্বোধন কেবল মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং তার বিধান ব্যাপক এবং প্রত্যেক অমুসলিমের জন্য।

---

(৬) *উক্ত আয়াত ও হাদীসটি অনুবাদকের সংযোজন।*

ভেবে দেখুন, এখানে ঈমান আনয়নকারী কাফের ও মুশরিকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ঈমান আনয়ন করার সাথে সাথে আল্লাহর আনুগত্য কর। তাঁর বিধানের অনুবর্তী হও।

(وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ)

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও।" তোমরা নিজেদের কুফর ও শির্ক থেকে তওবা কর এবং সত্য হৃদয় নিয়ে ঈমান আনয়ন কর।

(وَأَسْلِمُوا لَهُ)

"তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর।" তাঁর আনুগত্য কর।

অনুরূপভাবে তাদেরকে আদেশ দেওয়া হল,

(وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ)

"তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর।"

২। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا] (النساء: ١٢٥)

"আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ (তওহীদবাদী) হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।" (নিসা ঃ ১২৫)

৩। তিনি আরো বলেছেন,

[وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ] (لقمان: ٢٢)

"যে কেউ স(কর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে আসলে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। আর যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহর অধীনে।" (লুক্বমান ঃ ২২)

উক্ত আয়াতে العروة الوثقى বলতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উদ্দিষ্ট। আর ومن يسلم وجهه বলতে আল্লাহর আনুগত্য।

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, একজন কলেমা পাঠকারীর

জন্য গলায় আনুগত্যের রশি পরা অনিবার্য। বরং এটা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অন্যতম শর্ত। এই জন্য সেই ব্যক্তি, যে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনে ইসলামের একটিও জিনিস বা শাখার উপর আমল না করে, তাহলে সে কাফের; যেমন এ কথা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব 'নাওয়াক্বিযুল ইসলাম' পুস্তিকায় স্পষ্ট করেছেন।

হাদীসে এসেছে,

((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)).

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার খেয়াল-খুশি আমার আনীত শরীয়তের অনুগামী হবে।" (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ১৬৭নং)[৭]

আর এটাই হল অনুবর্তী হওয়ার সর্বোচ্চ পর্যায় এবং এই শর্তের উদ্দেশ্য।

৭। ভালোবাসা

কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং তার উদ্দেশ্য ও দাবীসমূহের প্রতি এমন ভালোবাসা ও ভক্তি হতে হবে, যাতে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা বা অভক্তির লেশমাত্র না থাকে। আর এই ভালোবাসা হবে কয়েকটি বিষয়কে শামিল ঃ-

(ক) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালোবাসা অন্য সকল জিনিসের ভালোবাসার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পাবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ] (التوبة: ٢٤)

"বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা

(৭) *হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। দেখুন ঃ মুহাদ্দিস আলবানীর যিলালুল জান্নাহ ১৫নং--- অনুবাদক)*

অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (তাওবাহ ঃ ২৪)

(খ) আল্লাহর ভালোবাসার বরাবর সমান ভালোবাসা অন্য কারো প্রতি হলে তা শির্ক হবে।

এই জন্য মুশরিক ও মু'মিনদের মাঝে পার্থক্য বর্ণনার সময় মহান আল্লাহ মুশরিকদের আলামত সম্পর্কে বলেছেন,

[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ العَذَابَ أَنَّ القُوَّةَ للهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ العَذَابِ]

(البقرة: ١٦٥)

"আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর। আর অন্যায়কারীরা যে সময় কোন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তখন যদি বুঝত যে, সমুদয় ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর, (তাহলে কতই না উত্তম হত)।" (বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

(فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (٩٨)

سورة الشعراء

"অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।" (শুআ'রা ঃ ৯৪-৯৮)

উক্ত আয়াতগুলিতে রয়েছে, মুশরিকরা তাদের জাহান্নামে যাওয়া এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার এই কারণই বর্ণনা করেছে,

(إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (٩٨)

"আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।"

(গ) সেই জিনিসকে ভালোবাসতে হবে, যা আল্লাহ ভালোবাসেন।

অর্থাৎ, সেই সকল জিনিস ও বিধানকে পছন্দ করতে হবে, যা আল্লাহর পছন্দনীয়। যদি কেউ আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস বা বিধানকে অপছন্দ করে এবং তার মোকাবেলায় কোন অশরয়ী জিনিসকে পছন্দ করে, তাহলে সে মুসলিম হতে পারবে না। কলেমা তার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) (٩) سورة محمد

"যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ ক'রে দেবেন। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল ক'রে দেবেন।" (মুহাম্মাদ ঃ ৮-৯)

তিনি আরো বলেছেন,

(فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) (٢٨) سورة محمد

"ফিরিশ্তারা যখন তাদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত ক'রে তাদের প্রাণ হরণ করবে, তখন (তাদের দশা) কেমন হবে? এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, সুতরাং তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল ক'রে দেন। (মুহাম্মাদ ঃ ২৭-২৮)

(ঘ) তওহীদ ও তওহীদবাদীদের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে।

তওহীদের কথা শুনে অন্তরে খুশি অনুভব করতে হবে এবং তা ঈমান বৃদ্ধির কারণ হতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ] (الأنفال: ٢)

"বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।" (আন্‌ফাল ঃ ২)

তিনি আরো বলেছেন,

[وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ] (التوبة: ١٢٤)

"আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি করল?' আসলে যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে।" (তাওবাহ ঃ ১২৪)

** শির্কের আলামত

যার হৃদয়ে নির্ভেজাল তওহীদ নেই, বরং আকীদাতে শির্ক আছে, তার হৃদয়ে তওহীদ ও তওহীদবাদীদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ] (الزُّمر: ٤٥)

"আল্লাহ এক' --এ কথা উল্লেখ করা হলে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। আর আল্লাহর পরিবর্তে (তাদের উপাস্যদের কথা) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" (যুমার ঃ ৪৫)

উক্ত আয়াতে মুশরিকদের একটি চিরাচরিত অভ্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে মুশরিক মূর্তিপূজারী হোক অথবা কবরপূজারী, পীরপূজারী হোক বা গুরুপূজারী, চাহে সে যে কোন যুগের মুশরিক হোক, সর্ব প্রকার মুশরিকদের মাঝে এই অভ্যাস বিদ্যমান আছে। আর তা এই যে, যদি আল্লাহর একত্ববাদের (তওহীদের) গুণ-বর্ণনা করা হয়, তাঁর অভিভূতকারী কর্মরাজির কথা আলোচনা করা হয়, তাঁর হিকমতে ভরপুর আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে মুশরিকদের বক্ষস্থল শীতল হয় না। বরং তাদের হৃদয়ে সংকীর্ণতা ও শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি হয়।

আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ঐ বক্তাকে প্রতিমা-বিদ্বেষী বা আওলিয়া-বিরোধী ভেবে খোঁচা দিতে শুরু করে। তার বদলে যদি আওলিয়াদের কারামত বর্ণনা করা হয় এবং বলা হয় যে, অমুক বুযুর্গ তাঁর বেয়াদবির প্রতিশোধ এইভাবে নিয়েছিলেন।

অমুক ব্যক্তির ভাগ্যে বেটা লিখিত ছিল না। অমুক বুযুর্গ আল্লাহ তাআলার কাছে বারবার আবেদন-নিবেদন ক'রে তাঁকে মানিয়ে তার জীবনে সাতটি বেটা পাইয়ে দিয়েছেন। ফলে তার সাতটি বেটা জন্ম নিয়েছে।

যখন কোন বক্তা এই শ্রেণীর মনগড়া কেচ্ছা-কাহিনী বয়ান করে, তখন শ্রোতাবৃন্দ 'সুবহানাল্লাহ বা নারায়ে তকবীর'-এর ধ্বনিতে সভা মুখরিত করে। এ সবে তারা বড় উল্লসিত থাকে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ওই বুযুর্গদের বয়ানে যদি আল্লাহর নাম এসে যায়, তাহলে তা সয়ে নেয়। কিন্তু প্রকৃত মহব্বত হয় তাদের আওলিয়াদের সাথে।

** মহব্বতের প্রকারসমূহ

উলামাগণ মহব্বতের ৫টি স্তর বর্ণনা করেছেন।

১। ইলাহী মহব্বত (আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা)

প্রত্যেক (আস্তিক) মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসে। এমনকি মুশরিকদল, ইয়াদী-খ্রিস্টানরাও আল্লাহকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা (তওহীদবাদী-অতওহীদবাদী) সকলের মাঝে সাধারণ। এই জন্য এই ভালোবাসা পরকালে পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এই মহব্বতের ফলে মানুষ না তো মুক্তিলাভ করতে পারে, আর না তার ফলে মুসলিম হতে পারে, আর না-ই এমন মহব্বতের আমলে সওয়াব ও নেকী অর্জন করতে পারে। কারণ এমন মহব্বত কাফের, মুশরিক ও ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরাও ক'রে থাকে।

২। আল্লাহর শরীকী ভালোবাসা

অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে অন্যকেও ভালোবাসা। একেই 'শিকী মহব্বত' বলা হয়। সে যুগের মুশরিক ও কাফেরদের মাঝে এই শ্রেণীর মহব্বত বিদ্যমান ছিল। যার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ]

(البقرة: ١٦٥)

"আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর। আর অন্যায়কারীরা যে সময় কোন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে, তখন যদি বুঝত যে, সমুদয় ক্ষমতা আল্লাহর এবং আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর, (তাহলে কতই না উত্তম হত)।" (বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)

তিনি আরো বলেছেন,

(فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨)

سورة الشعراء

"অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।" (শুআ'রা ঃ ৯৪-৯৮)

কাফের ও মুশরিকরা কক্ষনোই নিজেদের মা'বূদকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ ও সমমর্যাদা হওয়ার আকীদা রাখত না। কিন্তু উক্ত আয়াতে যে বলা হয়েছে, "আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম", আসলে তাদের এ সমকক্ষতার বুঝ কেবল তা'যীম ও মহব্বতে ছিল, অন্য কিছুতে না।

উক্ত আয়াতগুলি থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, শির্কের আসল বুনিয়াদ ও প্রকৃত কারণ হল, আল্লাহ তাআলার মহব্বতে অন্যদের মহব্বতকে শরীক করা।

আল্লাহ তাআলা বান্দাগণের নিকট এটাই চান যে, তাঁর মহব্বত অন্যান্যদের মহব্বত থেকে বিলকুল বিশুদ্ধ হোক। তাতে যেন কারো মহব্বত শরীক না হয়। এই জন্য তিনি নিজ বান্দাদেরকে নিষেধ করেছেন, যাতে তারা গায়রুল্লাহকে ওলী ও শফী (অভিভাবক ও সুপারিশকারী) না বানায়। সুতরাং তিনি বলেছেন,

[إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يُدَبِّرُ

الأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ] (يونس:٣)

"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা ক'রে থাকেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। ঐ (স্রষ্টা ও পরিচালক) আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (ইউনুস ঃ ৩)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

(اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ (٤) يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) (٥) سورة السجدة

"আল্লাহ; যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর সমস্ত কিছুই তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে -- যা তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।" (সাজদাহ ঃ ৪-৫)

তিনি আরো বলেছেন,

[وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ] (الأنعام:٥١)

"যারা ভয় করে যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, তুমি তাদেরকে এ (কুরআন) দ্বারা সতর্ক কর; হয়তো তারা সাবধান হবে।" (আন্আম ঃ ৫১)

যেমন আরো বলেছেন,

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَايَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلا يَعْقِلُونَ (٤٣) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٤٤) سورة الزمر

"তবে কি ওরা আল্লাহকে ছেড়ে (অন্যদেরকে) সুপারিশকারী স্থির করেছে?

বল, 'ওদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং ওরা না বুঝলেও কি?' বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।" (যুমার ঃ ৪৪)

৩। আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা

সেই ব্যক্তিবর্গকে ভালোবাসতে হবে, যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ ভালোবাসেন। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিমুস স্বালাতু ওয়াস-সালাম)কে ভালোবাসা, সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-কে ভালোবাসা, উম্মাহাতুল মু'মিনীন (নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ)কে ভালোবাসা, তাঁর বংশধরকে ভালোবাসা, আওলিয়া ও সালেহীনকে ভালোবাসা। কিন্তু তাঁদের প্রতি ভালোবাসাও হতে হবে আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর ওয়াস্তে।

একেই 'হুব্বু মাঁই য়্যুহিব্বুহুল্লাহু ওয়া রাসূলুহ' (আল্লাহ ও তাঁর রসূল যাকে ভালোবাসেন, তাকে ভালোবাসা) বলা হয়। এই ভালোবাসা ছাড়া ইলাহী ভালোবাসা পরিপূর্ণতা পেতে পারে না। যেমন হাদীসে এসেছে,

((أوثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْمُوَالاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)).

"ঈমানের সবচাইতে মজবুত হাতল হল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা রাখা এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে ঘৃণা পোষণ করা।" *(ত্বাবারানী ১১৩৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৯৮, ১৭২৮নং)*

৪। যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালোবাসেন, সেই জিনিসকে ভালোবাসা

সেই জিনিসকে ভালোবাসতে হবে বা পছন্দ করতে হবে, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন। যে শিক্ষা ও বিধান আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেছেন, সেই বিধান বা শিক্ষাকে নিজের কাছে প্রিয় জানতে হবে। এই সেই মহব্বত, যার দ্বারা মুসলিম ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি সেই সকল জিনিস পছন্দ করে নিল, যে সকল জিনিস আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট পছন্দনীয়, সে ব্যক্তি মু'মিন। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করল, সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا] (الأحزاب: ٣٦)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (আহযাব ঃ ৩৬)

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)).

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার খেয়াল-খুশি আমার আনীত শরীয়তের অনুগামী হবে।" (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ১৬৭নং)[৮]

৫। প্রকৃতিগত ভালোবাসা

মানুষের প্রকৃতিগত ভালোবাসা ও পছন্দ আছে। যেমন পিপাসিত ব্যক্তি পানিকে বড্ড ভালোবাসে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যকে বড্ড ভালোবাসে, মানুষ নিজ পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও স্বজনকে ভালোবাসে, মালধনকে পছন্দ করে। এ সকল ভালোবাসা ও পছন্দ নিন্দিত নয়। তবে শর্ত হল, এ সকল জিনিস যেন আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে বিরত না রাখে বা উদাসীন না করে।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ] (المنافقون: ٩)

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (মুনাফিকুন ঃ ৯)

তিনি এক শ্রেণীর মু'মিনদের প্রশংসা ক'রে বলেছেন,

---

(৮) *হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। দেখুন) মুহাদ্দিস আলবানীর যিলালুল জান্নাহ ১৫নং--- অনুবাদক)*

[رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ] (النور: ٣٧)

"এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়বে।" *(নূর ৩৭)*

অনুরূপভাবে প্রত্যেক সেই জিনিসকে ঘৃণা বা অপছন্দ করা, যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ঘৃণা বা অপছন্দ করেছেন, এ বিষয়টিও আল্লাহ ও রসূলের প্রতি মহব্বতের দাবী। যেমন হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে,

((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)).

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার খেয়াল-খুশি আমার আনীত শরীয়তের অনুগামী হয়।" (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ১৬৭নং)[৯]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَوْثَقُ عُرَى الإِسْلامِ : وَالْحُبُّ فِي اللهِ ، وَالْبُغْضُ فِي اللهِ)).

"ইসলামের সবচেয়ে মজবুত হাতল এই যে, তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতি স্থাপন করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ স্থাপন করবে।" *(আহমাদ, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, ইবনে আবী শাইবা ৩০৪২০, সঃ জামে' ২০০৯নং)*

অতিরিক্ত একটি শর্ত)
তাগূত অস্বীকার করা

কিছু উলামার নিকট কালেমায়ে শাহাদাতের শর্তাবলী সাতটি নয়; বরং আটটি।

---

(৯) হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। এ মর্মে নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য,

((مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ)).

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে কিছু দান করে, কিছু দেওয়া হতে বিরত থাকে, কাউকে ভালোবাসে অথবা ঘৃণাবাসে এবং তাঁরই সন্তুষ্টিলাভের কথা খেয়াল করে বিবাহ দেয়, তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ ঈমান।" *(আহমাদ ১৫৬১৭, ১৫৬৩৮, তিরমিযী ২৫২১, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ তিরমিযী ২০৪৬ নং) (অনুবাদক)*

আর তা হল, তাগূত অস্বীকার করা।

'ত্বাগূত' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আরবী 'ত্বুগ্য়ান' শব্দ থেকে। যার মানে হল, সীমা লংঘন করা।

শরীয়তের পরিভাষায় 'তাগূত' বলা হয় প্রত্যেক সেই জিনিসকে, যার ইবাদত বা আনুগত্য করা হয়। আর সে ব্যাপারে বান্দা নিজের সীমা লংঘন করে।[১০]

এর কিছু দলীল নিম্নরূপ ঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (البقرة: ٢٥٦)

"সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।" (বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)

আর নবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ».

"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত পূজ্যমান যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তুকে অস্বীকার ও অমান্য করবে, তার জান ও মাল অবৈধ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ সে ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা লাভ করবে।) আর তার হিসাব আল্লাহর উপর।" *(মুসলিম ১৩৯নং)*

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসে স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাগূতের ইবাদতকে অস্বীকার করবে না, সে ব্যক্তিকে এই কলেমা কোনভাবে উপকৃত করবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ এখানে তাগূতকে অস্বীকার ও অমান্য করার কথাকে তাঁর ও তাঁর প্রতি ঈমানের মুকাবেলায় যুক্তভাবে উল্লেখ করেছেন।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, উলামাদের মাঝে কলেমার

---

(১০) অন্যভাবে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সেই পূজ্যমান উপাস্য যে আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় এবং সে তার এই পূজায় সম্মত থাকে অথবা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতায় প্রত্যেক অনুসৃত বা মানিত ব্যক্তিকেই 'তাগূত' বলা হয়। (অনুবাদক)

শর্তাবলীর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ হওয়ার কারণ এই যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তাবলী গবেষণালব্ধ। অর্থাৎ, উলামাগণ যখন দেখলেন যে, কালেমায়ে শাহাদাত সম্পর্কিত কুরআন হাদীসে বর্ণিত যে সকল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু এমন হার্দিক ও দৈহিক আমল আছে, যা ব্যতিরেকে মানুষের জান্নাত যাওয়া কঠিন। যখন উলামাগণ কুরআন-হাদীসের উক্তিসমূহ অনুসন্ধান করতে লাগলেন, তখন কিছু উলামা সে সবের নির্যাস পেয়েছেন সাতটি এবং কিছু উলামা আরও একটি বেশি মোট আটটি পেয়েছেন। আর সকলের কাছে প্রত্যেক শর্তের দলীল-প্রমাণও বর্তমান রয়েছে। যেহেতু শর্তগুলি গবেষণালব্ধ; তাই উলামাদের মাঝে মতভেদ দেখা গেছে, যা কিছু শব্দে স্পষ্ট ক'রে দেওয়া হল।

যদি সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে সবার আগে এ কথা সূর্যাপেক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে তাগূতকে অস্বীকার ও বর্জন করা উম্মাহর উলামাদের ঐক্যমতে জরুরী। এতে কারো দ্বিমত নেই। অবশ্য মতভেদ এ বিষয়ে থাকতেই পারে যে, তাগূত বর্জন করা স্বতন্ত্রভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অন্যতম শর্ত, নাকি তা তার দ্বিতীয় শর্তের দাবীসমূহের অন্তর্গত?

যেমন দ্বীনের জ্ঞাতব্য জরুরী বিষয় যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দুটি রুক্ন আছে ঃ একটি নেতিবাচক ও অপরটি ইতিবাচক।

নেতিবাচকের উদ্দেশ্য হল, গায়রুল্লাহর ইবাদতকে অস্বীকার ও বর্জন করা। যেমন আম্বিয়া, আওলিয়া, ফিরিশ্তা প্রভৃতির সাথে সাথে তাগূতের ইবাদত বর্জন প্রাথমিকভাবে এর শামিল।

স্পষ্ট হল যে, তাগূত বর্জন কলেমার অন্যতম রুক্ন। অর্থাৎ, কলেমার প্রতি ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

এইভাবে কলেমার অন্যান্য শর্ত ঃ গ্রহণ করা, অনুবর্তী হওয়া, হৃদয় বিশুদ্ধ করার মধ্যেও তাগূত বর্জন করা আপনা-আপনিই প্রবেশ করে যায়। কেননা, মানুষের অন্তরে কালেমায়ে শাহাদাতের জন্য গ্রহণ, তার দাবী অনুসারে অনুগমন ও দ্বীনকে নির্ভেজাল করার কর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাগূতকে বর্জন করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত বিশদ আলোচনায় স্পষ্ট হল যে, তাহক্বীক্বকৃত (প্রতিপাদিত) মত এটাই যে, কালেমায়ে শাহাদাতের শর্ত হল সাতটি। আর এটাই অধিকাংশ

উলামার অভিমত। তবে যদি কেউ অষ্টম শর্ত বৃদ্ধি করে, তাহলে তাতে কোন সমস্যার কথা নেই। কারণ তাতে কুরআন-হাদীসের উক্তিসমূহের বিরুদ্ধাচরণ হয় না। আর সঠিক সিদ্ধান্ত আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

শেষের কথা

এ কথা মনে রাখা দরকার যে, শরীয়তের ইল্মসমূহ দুই শ্রেণীর। তার মধ্যে এক শ্রেণীর ইল্ম (জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য ব্যক্তিভিত্তিক ফরয। যেমন সহীহ আকীদার ইল্ম, নিত্য প্রয়োজনীয় ফিকহী মাসায়েল ইত্যাদি। এই জন্য কলম রাখার পূর্বে আমি পাঠবর্গকে অসিয়ত ও বক্ষমাণ পুস্তিকার গুরুত্ব বর্ণনা ক'রে যাই যে, সারা জীবনে কম-সে-কম একবার এই পুস্তিকায় উল্লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহকে জানা এবং সারা জীবনে সেই অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। যাতে সে নিজ কবরে ও কিয়ামতের ময়দানে এই কলেমা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। নচেৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম নামধারী কত শত কলেমাপাঠকারী আছে, যাদেরকে এ কলেমা কোন প্রকার উপকার করতে পারেনি। কেননা তারা এর শর্তাবলী পূরণ ক'রে আমল করতে পারেনি তাই। আর আল্লাহই সাহায্যস্থল।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * * * * *

* * * * * *

* * * * *

* * * *

* * *

* *

*